বর্ষ-২, খণ্ড ২৪

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ জুন, ২০২২
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সমৃদ্ধশালী ভারত শ্রদ্ধাশীল বিশ্ব

‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ ধারণাকে সঙ্গী করে ভারত বিশ্বমঞ্চে তার মর্যাদা, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে।

“স্টার্ট-আপগুলি নতুন ভারতের চেতনাকে প্রতিফলিত করছে”

গত আট বছরে ভারতের সম্ভাবনা, সংকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে। স্টার্টআপগুলি এখন ইউনিকর্ন হয়ে উঠছে। ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ চেতনা মানুষের মধ্যে সমাজের প্রতি উৎসর্গের বোধ তৈরি করেছে। কর্তব্যের পথে হাঁটছে ভারত, সফলতার নতুন কাহিনি রচনা করছে। সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়ার ঠিক একদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে এই বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, চারধাম যাত্রা উপলক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়েছেন। সারাংশ:

- **ভারতের সেঞ্চুরি:** ক্রিকেট মাঠের মতোই ভারত এবার অন্য একটি মাঠে সেঞ্চুরি করেছে। এই মাসে ভারতে ২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ইউনিকর্নের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে। একটি ইউনিকর্ন মানে অন্তত সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার স্টার্টআপ। গত বছর ৪৪টি ইউনিকর্ন গড়ে উঠেছিল এবং এই বছর ৩-৪ মাসে আরও চোদ্দটি তৈরি হয়েছে। ভারতীয় ইউনিকর্নের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি। এমনকি ছোট শহর থেকেও এখন নতুন উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন।
- **স্টার্টআপের জন্য একজন ভালো পরামর্শদাতা:** একজন ভালো পরামর্শদাতা, অর্থাৎ সঠিক নির্দেশনা পেলে একটি স্টার্টআপ কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারে। পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীধর ভেম্বু গ্রামাঞ্চলে প্রচুর উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করছেন। মদন পড়কি ‘ওয়ান-ব্রিজ’ তৈরি করেছিলেন, যা ভারতের ৭৫টি জেলার ৯ হাজারেরও বেশি গ্রামীণ উদ্যোক্তাকে সাহায্য করেছে। মীরা শেনয় গ্রামীণ, উপজাতীয় এবং ভিন্নভাবে সক্ষম যুবকদের জন্য বাজার-সম্পর্কিত দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।
- **নারী ক্ষমতায়ন:** থাঞ্জাভুরের গুড়িয়া নারী ক্ষমতায়নের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহিলাদের জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর দোকান এবং কিয়স্ক খুলছেন। ২২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত। স্বনির্ভর ভারত অভিযান প্রচারের জন্য আপনার এলাকায় এসএইচজি দ্বারা তৈরি পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করুন।
- **কর্তব্য পথ:** কর্তব্যের পথ অনুসরণ করেই আমরা সমাজ ও দেশকে শক্তিশালী করতে পারি। অন্ধ্রপ্রদেশের রাম ভূপাল রেড্ডি গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার জন্য সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় তাঁর পেনশনের পুরো অর্থ দান করেছেন। উত্তরপ্রদেশের শ্যাম সিং গ্রামে বিশুদ্ধ জলের পাইপলাইন পাতার জন্য তাঁর পেনশনের পুরো অর্থ দান করেছেন।
- **পরিচ্ছন্নতা ও সেবার চর্চা:** বর্তমানে আমাদের দেশে উত্তরাখণ্ডের চার-ধামের পবিত্র যাত্রা চলছে। কিন্তু কেদারনাথে পথে কিছু তীর্থযাত্রীর আবর্জনা ফেলায় ভক্তরাও ব্যথিত হয়েছেন। পবিত্র তীর্থস্থানে ময়লার স্তূপ কাম্য নয়। এর মাঝেও কিছু ভাল ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। কেউ যাত্রাপথের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন। স্বচ্ছ ভারত-এর প্রচারাভিযান দলের সঙ্গে অনেক সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও সেখানে কাজ করছে। তীর্থযাত্রী ছাড়া তীর্থযাত্রাও অসম্পূর্ণ। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা পরিচ্ছন্নতা ও সেবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।
- **জাপানে ভারতের সংস্কৃতি:** জাপানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘকালের সংযোগ। হিরোশি কোইকে স্থানীয় মানুষজনদের নিয়ে নয়টি ভিন্ন দেশে মহাভারত পরিচালনা করেছেন। তাঁর নির্দেশিত প্রতিটি গল্পই দেশের স্থানীয় শৈল্পিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে জড়িত। আতসুশি মাতসুও এবং কেনজি ইয়োশি রামায়ণের উপর ভিত্তি করে একটি জাপানি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

‘মন কি বাত’ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

বর্ষ-২, খণ্ড ২৪ ১৬-৩০ জুন, ২০২২

সম্পাদক
জয়দীপ ভাটনগর,
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শ সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
বিভোর শর্মা

সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
চন্দন কুমার চৌধুরী
অখিলেশ কুমার

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু),
পৌলমী রক্ষিত (বাংলা),
হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া)

বরিষ্ঠ পরিকল্পক
শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক
দিব্যা তলোয়ার,
অভয় গুপ্ত

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

@NISPIBIndia - এই টুইটার হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

ভিতরের পাতায়

দেশে, বিদেশে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি

প্রচ্ছদ নিবন্ধ | **সহযোগিতা এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারত বিশ্বে নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে। ১৬-৩১**

স্বাধীনতার জন্য গোয়ার প্রথম সংগ্রাম

এই সংখ্যার স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব বিভাগে গোয়া বিপ্লব দিবস সম্পর্কে জানুন। ৫৩-৫৬

জরুরি অবস্থা: গণতন্ত্রে আঁধার

৪৭ বছর আগের ঘটনা দেশে গণতন্ত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করায়। এই ঘটনা গণতন্ত্র বিষয়ে মানুষকে অবহিত করে। ৫০-৫২

সংবাদ সংক্ষেপ। ৪-৫

উড়ন্ত শিখ
মিলখা সিংয়ের জীবনী। ৬

অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস
প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দেবেন। ৭-১০

ভারত যোগ-ভিত্তিক সুস্থতার উপর জোর দিয়েছে
আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের লেখা প্রবন্ধ। ১১-১২

সহানুভূতি এবং বিশ্বাসে ভরপুর উদ্যোগ
শিশুদের সুরক্ষা দিয়েছে 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন'। ১৩-১৪

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের 'আশা'
ডব্লুএইচও ১০ লক্ষ আশা কর্মীকে সম্মানিত করেছেন। ১৫

প্রযুক্তি বিকাশের নতুন পথ খুলে দিয়েছে
ফাইভ-জি প্রযুক্তি। ৩২-৩৪

জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতি সংশোধন
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত । ৩৫

সরকারের অগ্রাধিকার হল
সেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণ। ৩৬-৩৯

দরিদ্র কল্যাণে সহযোগিতা
দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। ৪০-৪১

অবকাঠামো শুধুমাত্র সংখ্যা নয়
তামিলনাড়ুকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার। ৪২-৪৩

ডিফ অলিম্পিক্স এবং থমাস কাপ
জয়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপ। ৪৪-৪৫

কম সুদের হার দরিদ্রদের সাহায্য করেছে
পিএম স্বনিধি- এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সম্পর্কে জানুন। ৪৬-৪৮

বিশ্বের কাছে ভারত নতুন আশা
শ্রী স্বামী নারায়ণ মন্দিরের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ৪৯

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: সত্যেন্দ্র প্রকাশ, মহা নির্দেশক, বিওসি ব্যুরো অফ আউটরিচ এবং কমিউনিকেশন
মুদ্রণ: আরাবল্লী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২,নয়া দিল্লি- ১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ **ইমেল:** response-nis@pib.gov.in **RNI No. :** DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে

অভিনন্দন!

কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ নীতির পথপথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার। এই নীতির প্রধান বিষয় হল ঐতিহ্যগত সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করা, কৌশলগত সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় প্রবাসীদের সাহায্য করা। বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকৃত অর্থে এর দূত হয়ে উঠেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিদেশ সফরে জাতীয় নীতির পাশাপাশি 'সর্বাগ্রে রাষ্ট্র' এই নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ভারত শুধুমাত্র অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টাই করেনি বরং বিশ্বের যে কোন প্রান্তে বসবাসকারী ভারতীয়দের সাহায্য করা, তাঁদের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ যদি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়রা এই দেশের নাগরিক হওয়ার গৌরব অনুভব করে, সেক্ষেত্রে বলতেই হয় প্রধানমন্ত্রীর 'কমিউনিটি কানেক্ট' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ম্যাডিসন স্কোয়্যারে 'হাউডি মোদী' অনুষ্ঠান বা অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং জাপান সফরের সময় ভারতীয়দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি আলাপচারিতা দেশের প্রতি ভালবাসা, সংযোগের চিত্র তুলে ধরেছে। আজ বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন প্রস্তাবগুলিকে তার লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে বিবেচনা করছে। বিশ্ব শান্তি হোক বা সংকটের সমাধান হোক, সারা বিশ্ব আজ আশা নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্ত্যোদয়ের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুজরাত, তামিলনাড়ু এবং হিমাচল প্রদেশ সফরে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছাতে সরকারকে নির্দেশনা দিচ্ছে তা এই সংস্করণে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই সংস্করণে দেশের ফাইভ-জি প্রযুক্তি, ড্রোন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সরকারের প্রচেষ্টাকেও তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়াও, কোভিড মহামারি চলাকালীন সময়ে যেসকল শিশুরা তাঁদের অভিভাবকদের হারিয়েছে, সেইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনে জন্য 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' স্কিমটি কীভাবে সাহায্য করেছে, তা এই সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যোগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ২০১৪ সাল ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হচ্ছে। এবারে অষ্টম বর্ষ। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের নিবন্ধও এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের জন্য আমাদের আপনার পরামর্শ পাঠাতে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে,

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

(জয়দীপ ভাটনগর)

ডাকবাক্স

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। শিক্ষার্থীরা বা যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তাঁদের জন্য আদর্শ এই পত্রিকাটি। মোদী সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়ার বিশেষ সংখ্যাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে।

রিম্পি সিং
rimpeesingh05@gmail.com

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি যে এই পত্রিকায় যদি দেশের গুণী সন্তানদের বিষয়ে একটি নিয়মিত বিভাগ থাকে, তাহলে এটি সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতের প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বল করবে।

শৈলেশ গুপ্ত
shaileshgupta.kps@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা পড়ার সময় আমার মহান সমাজসেবী ডঃ আলগাপ্পা চেত্তিয়ারের কথা মনে পড়ছে। তিনি তাঁর মেয়ে উমায়াল রামানাথনকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, "ভারত যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কে বাঁচবে? ভারত বেঁচে থাকলে কে শেষ হয়ে যাবে?"

প্রফেসর প্রেমা
prof.prema@gmail.com

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে খুব পছন্দ করি। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার হার্ড কপি চাই। আমি এর হার্ড কপি কীভাবে পাব জানালে উপকৃত হই।

সন্তোষ রাঠোর
sntshrthr@gmail.com

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পাক্ষিক পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক। আমি ইমেলের মাধ্যমে প্রতিবার ডিজিটাল পত্রিকা পাই। কিন্তু আমি এই পত্রিকার হার্ড কপি পেতে চাই। আমি কিভাবে হার্ড কপি পেতে পারি দয়া করে জানাবেন।

মহেন্দ্র কুমার মিশ্র
mkmishra29@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, ব্যুরো অফ আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩
ইমেল: response-nis@pib.gov.in

সংবাদ সংক্ষেপ

ভারতীয় কারিগরদের প্রতিভার এক ঝলক দেখা যাবে বিমানবন্দরগুলোতে

'স্ব নির্ভর ভারত' অভিযানের মাধ্যমে দেশবাসীর আয় বাড়াতে সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে, তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য একটি মঞ্চ এবং বাজারও গড়ে ওঠে। 'ন্যাশনাল লাইভলিহুড মিশনে'র স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে গ্রামের মহিলাদের বাড়িতে তৈরি পণ্যগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ জন্য সরকার 'অপর্চুনিটি' বা সুযোগ প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে গ্রামীণ মহিলাদের দ্বারা তৈরি পণ্যগুলির জন্য বিমানবন্দরে একটি খুচরা আউটলেট থাকবে। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রামীণ পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করবে। কেন্দ্রগুলিতে প্যাকেটজাত পাপড়, আচার, বাঁশের মহিলাদের ব্যাগ, বোতল, টেবিল ল্যাম্প, শিল্পকর্ম, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, প্রাকৃতিক রং, সূচিকর্ম এবং সমসাময়িক নকশার দেশীয় বুনন পাওয়া যাবে। চেন্নাই বিমানবন্দরে দেশের প্রথম আউটলেট খোলা হয়েছে। আগরতলা, দেরাদুন, কুশিনগর, উদয়পুর, অমৃতসর, রাঁচি, ইন্দোর, সুরাত, মাদুরাই, ভোপাল এবং বেলাগাভি বিমানবন্দরে কাজ চলছে।

'জনতার পদ্ম' পুরস্কারের জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করুন।

২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত পদ্ম পুরস্কার দেশের উচ্চবিত্তদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তারপরে পদ্ম পুরস্কার হয়ে উঠল জনসাধারণের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের দায়িত্ব গ্রহণের পরে পদ্ম পুরস্কারের মনোনয়নের পুরো প্রক্রিয়াটি পরিবর্তন করেছিলেন। যে কেউ এখন এই পুরস্কারের জন্য নিজেকে বা অন্যদের মনোনীত করতে পারেন। এখন পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হয়েছে, আগামী বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হবে। ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইন মনোনয়নগুলি জাতীয় পুরস্কার পোর্টাল https://awards.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

প্রগতি সভা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করেন, নির্দেশ জারি করেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনন্য উদ্যোগের সুবাদে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একের পর এক আটকে থাকা কোটি টাকার প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। প্রগতি বা প্রো-অ্যাকটিভ গভর্নেন্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন (প্রগতি) প্ল্যাটফর্ম এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। গত ২৫ মে চল্লিশতম প্রগতি সভায় প্রধানমন্ত্রী চোদ্দটি রাজ্যে ৫৯,৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি চলমান প্রকল্পের পর্যালোচনা করেছেন। পর্যালোচনা চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবকাঠামো সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এর আগে 'প্রগতি' সভার ৩৯তম সভায় ১৪.৮২ লক্ষ কোটি টাকার ৩১১টি প্রকল্পের পর্যালোচনা করেছেন।

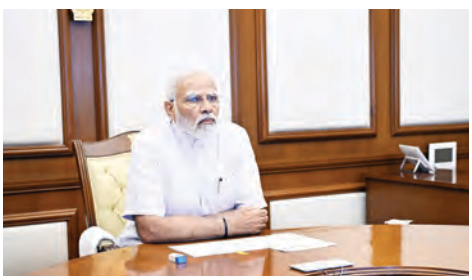

২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনা কমেছে

সড়ক দুর্ঘটনা ১৮.৪৬% কমেছে এবং মৃত্যুর হার কমেছে ১২.৮৪%

কঠোর মোটরযান আইন হোক বা সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা হোক, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রচেষ্টার ফলাফল পাওয়া যাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের ট্রান্সপোর্ট রিসার্চ উইং দ্বারা প্রস্তুত 'রোড অ্যাক্সিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া-২০২০' রিপোর্টে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে মোট দুর্ঘটনা গড়ে ১৮.৪৬% কমেছে। একই সঙ্গে দুর্ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যা ১২.৮৪% কমেছে। একইভাবে দুর্ঘটনা থেকে আঘাতপ্রাপ্তের সংখ্যা ২২.৮৪% কমেছে। ২০২০ সালে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মোট ৩,৬৬,১৩৮ গুলি সড়ক দুর্ঘটনা রিপোর্ট করেছে।

পুনঃ নকশাকৃত আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্টের অ্যাপ প্রকাশ

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন প্রকল্পের অধীনে, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ 'আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট' মোবাইল অ্যাপের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে। পুনরায় উন্নত এই অ্যাপটিতে একটি নতুন ইউজার ইন্টারফেস এবং অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের যেকোনো সময় এবং যেকোনো অবস্থান থেকে তাঁদের স্বাস্থ্য রেকর্ড ব্যবহার করতে দেয়। অ্যাপটির এই নতুন সংস্করণ ব্যবহার করে নাগরিকরা তাঁদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রেকর্ড দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবেন। আপনি যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য ভাগ করে নিতে পারবেন। বিদ্যমান অ্যাপ ব্যবহারকারীরাও পূর্ববর্তী সংস্করণ থেকে সর্বশেষ সংস্করণে আপগ্রেড করতে পারেন।

ই-শ্রম পোর্টাল রেজিস্ট্রেশনে কৃষি খাতের কর্মীদের সংখ্যা সর্বাধিক

ই-শ্রম পোর্টালে ২৭ কোটিরও বেশি লোক নিবন্ধন করেছেন। দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের নিবন্ধন করার লক্ষ্যে এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এই মঞ্চ চালু হয়েছিল। এই নিবন্ধিত শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কৃষি খাতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাঁদের সংখ্যা সমস্ত নিবন্ধনের অর্ধেকেরও বেশি। একই সময়ে, অভ্যন্তরীণ খাত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং নির্মাণ খাত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। নিবন্ধন করার পরে কর্মীরা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমা পান। এই নিবন্ধন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা যায়। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজে নিজেও https://register.eshram.gov.in/#/user/self নিবন্ধন করা সম্ভব। ■

উড়ন্ত শিখ

দেশভাগের সময় তাঁর চোখের সামনে পরিবারের প্রিয়জনদের হত্যা করা হয়েছিল, পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য তিনি পুরানো দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের সামনে বাসনপত্র পরিষ্কার করতেন, বিনা টিকিট ভ্রমণ করার জন্য তাঁর সাজা হয়েছিল, শুধুমাত্র এক গ্লাস দুধের জন্য তিনি সেনাবাহিনীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপরের এই ঘটনার বিবরণগুলি একজন বিখ্যাত মানুষের জীবনের কিছু অংশ, তিনি হলে মিলখা সিং যিনি সারা বিশ্বের কাছে 'উড়ন্ত শিখ' নামে পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। আসুন এবারের ব্যক্তিত্ব বিভাগে এই ক্রীড়া প্রতিভার জীবন সংগ্রামের কথা জেনে নিই।

জন্ম- ২০ নভেম্বর ১৯২৯। মৃত্যু- ১৮ জুন, ২০২১

মিলখা সিং স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্রীড়াবিদ যিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ট্র্যাক এবং ফিল্ডে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পুরো খেলোয়াড় জীবনে তিনি অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন। তিনি ১৯৫৬ সালে মেলবোর্নে, ১৯৬০ সালে রোমে এবং ১৯৬৪ সালের টোকিওয় অনুষ্ঠিত অলিম্পিক্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

১৯২৯ সালের ২০ নভেম্বর গোবিন্দপুরায় (পাকিস্তানের মুজাফফরগড়ের কাছে) এক শিখ পরিবারে জন্ম হয় মিলখা সিংয়ের। যখন তিনি দেশভাগের সময় ভারতে আসেন তখন তিনি ট্র্যাক এবং ফিল্ড স্প্রিন্টার খেলার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তারপর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

এখানেই তিনি তাঁর দৌড়ের দক্ষতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি ক্রস-কান্ট্রি রেসে ৪০০ জন সৈন্যের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন। এই অসামান্য ফল অর্জনের পরে তাঁকে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এভাবেই শুরু হয়েছিল তাঁর ক্রীড়া জীবন। মিলখা সিং প্রথম ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান। অন্যদিকে মিলখা সিং মেলবোর্ন থেকে ফিরে এসে ভাল ফল লাভের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালে কার্ডিফের কমনওয়েলথ গেমসে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। মিলখা সিং ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। ৫৬ বছর ধরে তাঁর এই রেকর্ড বজায় ছিল, ২০১৪ সালে ডিসকাস থ্রোয়ার বিকাশ গৌড়া সেই রেকর্ড ভেঙে দেন। মিলখা সিংকে ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। টোকিও এশিয়ান গেমসে ২০০ মিটার দৌড়ে তিনি সেরা দৌড়বিদ আব্দুল খালিককে পরাজিত করেছিলেন। পাকিস্তান চেয়েছিল তাঁরা দুজনেই যেন পাকিস্তানের মাটিতে প্রতিযোগিতা করেন। কিন্তু মিলখা সিং পাকিস্তান যাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। দেশভাগের অনেক বেদনাদায়ক স্মৃতি চিরকাল তাঁর মনে ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুরোধে তিনি পাকিস্তানে যান। সেখানে তিনি আরও একবার খালিককে পরাজিত করেন। দৌড়ের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান মিলখা সিংকে বলেছিলেন, "মিলখা, আজ তুমি দৌড়াওনি, উড়ে এসেছো। আমি তোমাকে 'ফ্লাইং শিখ' উপাধি দিলাম।"

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক্সে মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক্সের সেরা প্রতিযোগী হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন। মিলখা সিং ৪৫.৭৩ সেকেন্ড সময়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলেন। তাঁর এই রেকর্ড ৪০ বছর ধরে বজায় ছিল। মিলখা সিং ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিক্সেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, অবসর নেওয়ার আগে ৪x৪০০মিটার রিলেতে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বহু বছর পরে মিলখা সিং তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য রেস অফ মাই লাইফ'-এ তাঁর বর্ণময় কর্মজীবন সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর মেয়ে সোনিয়া সানওয়ালকারের সহায়তায় ২০১৩ সালের জুলাইয়ে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির উপর ভিত্তি করে 'ভাগ মিলখা ভাগ' সিনেমাটি নির্মিত হয়। গত বছর কোভিড-১৯ জনিত অসুস্থতার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়, ২০২১ সালের ১৮ জুন এই মহান স্প্রিন্টারের জীবনাবসান হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "যখন মিলখা সিং হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের ক্রীড়াবিদরা যখন অলিম্পিক্সের জন্য টোকিও যাবে, তখন আপনাকে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং আপনার বার্তা তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে। তিনি খেলার প্রতি এতটাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রাজি হয়েছিলেন।"

ভারতের হয়ে অলিম্পিক পদক জিততে না পারার জন্য মিলখা সিং সারাজীবন দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। নীরজ চোপড়া ২০২১ সালের ১১ আগস্ট বর্শা নিক্ষেপে স্বর্ণপদক জিতে দেশবাসীর সেই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। ■

অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

মহীশূরে গণ যোগ প্রদর্শনে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী

যোগকে আপনার জীবনের একটি অংশ করুন। গীতায় বলা হয়েছে

तं विद्याद् दुःख संयोग-, वियोगं योग संज्ञितम्, অর্থাৎ দুঃখ থেকে বিচ্ছেদ এবং মুক্তিকে যোগ বলে। স্থান সে যাই হোক না কেন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, বয়স যাই হোক না কেন সকলের জন্য যোগব্যায়ামে অবশ্যই কিছু সমাধান আছে। বর্তমানে বিশ্বে যোগব্যায়াম অনুরাগীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বছর ২১ জুন অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য হল 'মানবতার জন্য যোগ'। প্রধানমন্ত্রী কর্ণাটকের মহীশূরে যোগ প্রদর্শনে নেতৃত্ব দেবেন। ১৯২টি দেশে যোগ দিবস পালিত হবে। দেশে-বিদেশে এখন যোগা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ছে। এই যোগ যাত্রার মাধ্যমে আমাদের এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে।

ভারতের ঐতিহ্য এবং জীবনধারায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে যোগ। যোগ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগের কথা বলে। জীবন- স্বাস্থ্য- জীবনধারাকে সুন্দর এবং সুস্থায়ী করে যোগ। এই কারণেই ভারত যখন ২১ জুন তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে উদযাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল, রাষ্ট্রসংঘে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ তা সমর্থন করেছিল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। এটি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধার অন্যতম সেরা উদাহরণ। যোগব্যায়াম আগেও বিশ্বে

২০১৫

সম্প্রীতি এবং শান্তির জন্য যোগব্যায়াম

মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছিল নয়াদিল্লির রাজপথে। ৮৪টি দেশের নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। দুটি বিশ্ব রেকর্ড গঠিত হয়।

২০১৬

যুবকদের সংযুক্ত করুন

অনুষ্ঠানটি চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ হাজার মানুষের সঙ্গে ১৫০ জন দিব্যাঙ্গও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

২০১৭

স্বাস্থ্যের জন্য যোগব্যায়াম

লখনউতে ৫১ হাজার অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে যোগ দিবস উদযাপন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীবনধারায় যোগের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন

২০১৮

শান্তির জন্য যোগব্যায়াম

দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ৫০ হাজার জন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই আটটি নীতি থেকে যোগের শক্তি বুঝুন

01 যোগব্যায়াম শুধুমাত্র শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিষয় নয়। যোগ একপ্রকার সাধনা। সুস্থ জীবন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের লক্ষ্যে প্রাথমিক ধাপ হল যোগ। ঠিক যেমন সঙ্গীত উৎসব শুরু হওয়ার পরে ভেসে আসে সুমধুর সঙ্গীত। একইভাবে, আসনগুলি সমগ্র যোগ রাজ্যের সমান অংশ। যোগ ধীরে ধীরে জীবন-স্বাস্থ্যকে সুগঠিত করে।

02 অধিকাংশ ধর্মেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর জোর দেওয়া হয়। যোগ পরকালের জন্য নয়। মৃত্যুর পর যা পাওয়া যাবে তার পথ দেখায় না যোগব্যায়াম। তাই এটা কোনো ধর্মীয় আচার নয়। যোগব্যায়াম করলে কীভাবে আপনার মনের শান্তি বজায় থাকবে, কীভাবে শরীর সুস্থ হবে এবং কীভাবে সমাজে ঐক্য বজায় থাকবে, এটি তার শক্তি যোগান দেয়। এটা পরকালের বিজ্ঞান নয়, এটা দুনিয়ার বিজ্ঞান।

03 লবণ সবচেয়ে সস্তা, সব জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু সারাদিন খাবারে লবণ না থাকলে শুধু স্বাদই নষ্ট হয় না, পুরো শরীরে এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষিত হয়। লবণ সামান্য তবে শরীরের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমাদের জীবনে লবণের যেমন একটি স্থান আছে, তেমনই আমাদের জীবনে যোগব্যায়ামেরও প্রয়োজন আছে। চব্বিশ ঘন্টা যোগব্যায়াম করার দরকার নেই।

04 আমরা যদি আমাদের মহান ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করি, তাহলে বিশ্ব তা নিয়ে গর্ব করতে দ্বিধা করবে না। পরিবারের সদস্যরা যদি কোন শিশুকে অস্বীকার করতে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সমাজের অন্য ব্যক্তিরা শিশুটিকে সম্মান করবে বলে আশা করা যায়। মা, বাবা ও পরিবার যেভাবে সন্তানকে গ্রহণ করে, তাদের স্নেহ করে, সেইভাবে সমাজের মানুষরাও তার সঙ্গে ব্যবহার করে।

05 ক্লান্ত শরীরে, ভাঙা মন নিয়ে, স্বপ্ন দেখা যায় না। স্বপ্ন পূরণ করা যায় না। আমরা যখন সুস্বাস্থ্যের কথা বলি, তখন এই চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ- বিশুদ্ধ পানীয়

জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু যখন থেকে রাষ্ট্রসংঘ যোগকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে, তখন থেকে এটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যোগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি সারা বিশ্ব থেকে আমরা যোগব্যায়ামের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করি, তাহলে আমরা বিস্ময়কর ফল দেখতে পাব। যোগব্যায়াম বিশ্বকে অসুস্থতা থেকে সুস্থতার পথ প্রদর্শন করেছে।

আমাদের ঋষিরা যোগকে বলেছিলেন "সমত্বম যোগ উচ্যতে" যার অর্থ সুখ এবং দুঃখে একই থাকা, ভারসাম্যই হল যোগ। কোভিড-১৯ মহামারির মতো

২০১৯

পরিবেশের জন্য যোগব্যায়াম

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাঁচিতে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগ দিবস উদযাপন করেছিলেন।

২০২০

বাড়িতে যোগাসন এবং পরিবারের সঙ্গে যোগব্যায়াম

বিশ্বব্যাপী কোভিড সংক্রমণের কারণে সকলে নিজ নিজ গৃহে এই দিনটি উদযাপন করেছিল।

২০২১

সুস্থতার জন্য যোগব্যায়াম

কোভিড মহামারির মধ্যে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনলাইন প্রোগ্রামে লোকেরা বাড়িতে যোগব্যায়াম করেছিল।

জলের প্রাপ্যতা, প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টি, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং কঠোর পরিশ্রম।

06 শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, যুবক বা বৃদ্ধ সবাই যখন যোগব্যায়ামের মাধ্যমে একত্রিত হয়, তখন প্রতিটি ঘরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সুতরাং আমি যদি অন্য কথায় বলি এটি একটি আবেগপূর্ণ যোগের দিন, এটি আমাদের পারিবারিক বন্ধন বৃদ্ধিরও একটি দিন।

07 মহান তামিল সাধক শ্রী তিরুভাল্লুভার বলেছেন- "নোই নাডী, নোই মুদল নাডী, হদু তনিক্কুম, বায নাডী বায়পচ্চয়ল" অর্থাৎ রোগ থাকলে তা নির্ণয় করুন, তার মূলে যান, রোগের কারণ কী তা খুঁজে বের করুন। এবং তারপর সেই রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করুন। যোগও এই রকম। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান আরোগ্যের পাশাপাশি চিকিৎসার উপর সমান জোর দেয়।

08 একজন টাইপিস্ট, কম্পিউটার অপারেটর এবং সেতার বাদক- প্রত্যেকেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি ৫০ বা ৬০ বছর বয়সি টাইপারকে দেখি, তাহলে মনে হয় যে তাঁদের মুখ যেন ফ্যাকাশে, বিষণ্ন। অথচ একজন আশি বছর বয়সি সেতার বাদককে দেখলে মনে হয় কত প্রাণবন্ত, সজীব। পার্থক্য একটা জায়গাতেই সেতার বাদক যখন সেতার বাজাতেন তিনি সাধনা করতেন এবং সেই টাইপিস্ট শুধুমাত্র তাঁর কর্ম নির্বাহ করতেন। যোগ হল সেই সাধনা যা মানুষের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে।

“যোগব্যায়াম এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সময় ছিল যখন হিমালয়ের গুহাগুলিতে যোগব্যায়াম ছিল ঋষিদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পথ। যুগ পাল্টেছে, শতাব্দী পাল্টেছে এবং আজ যোগব্যায়াম মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে। যোগব্যায়াম - শরীর, মন এবং বুদ্ধিকে সংযুক্ত করে। যোগব্যায়াম আজ বিশ্বকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে যোগের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতের সঙ্গে একত্রে ‘মোবাইল যোগ’ প্রকল্প চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্তি অর্জনে ‘সুস্থ থাকুন, সচল থাকুন’ এই ধারণার উপর জোর দেওয়া। দেশ এবং বিশ্বের সকল বাসিন্দার যোগকে জীবনের একটি অংশ করা উচিত। কারণ যোগের মতো স্বাস্থ্য বিমার জন্য কোন খরচ লাগে না। এটি আমাদের মানসিক চাপ থেকে শক্তি, নেতিবাচকতা

৭৫টি ঐতিহাসিক স্থানে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে

২০২২ সালের ২১ জুন কর্ণাটকের মহীশূরে অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করবেন। এবার যোগ দিবসে দেশ-বিদেশে কিছু অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, তার মধ্যে একটি হল 'গার্ডিয়ান রিং'। এটি একটি অনন্য অনুষ্ঠান হবে যেখানে আমরা সূর্যের গতি উদযাপন করব। ২১ জুন সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে সেদিন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন আর সবচেয়ে ছোট রাত হয়। বিভিন্ন দেশে ভারতীয় মিশন স্থানীয় সময় অনুযায়ী সূর্যোদয়ের সময় যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এই কার্যক্রম পূর্ব থেকে পশ্চিমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অগ্রসর হতে থাকবে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের কথা মাথায় রেখে দেশের ৭৫টি ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক স্থানে সম্মিলিত যোগ প্রদর্শন করা হবে।

আয়ুষের শক্তি

- কেন্দ্রীয় সরকার সঞ্জীবনী মোবাইল অ্যাপে ১.৩৫ কোটি মানুষের উপর আয়ুষের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব সম্পর্কে একটি নথি তৈরি করেছে। এই মানুষদের মধ্যে ৭.২৪ লক্ষের বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, ৮১.৫% মানুষ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আয়ুষের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯০% মানুষ জানিয়েছেন যে আয়ুষ থেকে তাঁরা উপকৃত হয়েছেন।
- 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ যোগা অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি' স্বাস্থ্যের উপর যোগের প্রভাবের একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করেছে, যেখান থেকে জানা গিয়েছে যে "যোগ একজন ব্যক্তির জীবনধারা সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে এবং তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।"

যোগ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রসারিত হচ্ছে

- যোগ এবং ন্যাচরোপ্যাথি বিষয়ে নীতিগত পরামর্শ এবং সুপারিশ প্রদানের জন্য ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হয়। সেই বোর্ডের নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল বোর্ড ফর প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ যোগ অ্যান্ড ন্যাচরোপ্যাথি'।
- যোগ পেশাদারদের সার্টিফিকেশনের জন্য একটি যোগ শংসাপত্র বোর্ড (ওয়াইসিবি) স্থাপন করা হয়েছে। এমন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যারা যোগ প্রশিক্ষকদের জন্য কোর্স নির্ধারণ করে এবং যোগব্যায়ামকে প্রচার করে।
- আয়ুষ মন্ত্রক ২০২১ সালে 'যোগ লোকেটার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' সংস্করণ 'নমস্তে যোগ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন' চালু করেছে, যেখানে ৫১৪১টি যোগ কেন্দ্র এবং ১৬২৫ জন যোগ প্রশিক্ষক নিবন্ধিত রয়েছেন।
- দেশে ৪৫১টি আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে যার মধ্যে ৬৫টি সরকারি, ২০টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ৩৬৬টি বেসরকারি। দেশে ৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যারা কলেজের অধিভুক্তি দেয়। এছাড়াও 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ-জয়পুর' হল আয়ুষ মন্ত্রকের একটি স্বীকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।
- উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং রাজস্থান-এই তিনটি রাজ্যে আলাদা আয়ুষ মন্ত্রক গঠন করেছে।

থেকে সৃজনশীলতার পথ দেখায়। যোগ আমাদের বিষণ্ণতা কাটাতে, মনকে সতেজ করতে সাহায্য করে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার যোগব্যায়াম এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ঔষধি রূপগুলির প্রচারের জন্য আয়ুষ মন্ত্রক চালু করেছে। পাশাপাশি খাদ্য এবং জীবনধারাকেও আয়ুর্বেদ অন্তর্ভুক্ত করেছে। 'পুষ্টিকর ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মন্ত্রক মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে কাজ করছে।

নির্দিষ্ট যোগের ভঙ্গি এবং প্রাণায়ামে অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

এখন, আধুনিক বিজ্ঞান এই মতকে সমর্থন করেছে। বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি সহ শরীরের অনেক অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। "লোঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু" যার অর্থ "সবাই ভালো থাকুক! সবার শান্তি হোক! সব পূরণ হোক! সবার জন্য শুভ কামনা! সব মানুষ সুখী হোক!" এই ইচ্ছার সঙ্গে সুস্থ এবং সুখী জীবনের জন্য যোগকে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে, যোগের বিকাশ করতে হবে। আসুন, আমাদের এই দায়িত্ব বুঝে, আমাদের প্রয়াস আরও জোরদার করি। ■

“যোগব্যায়ামের মাধ্যমে মানুষের সুস্থতায় নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত”

সর্বানন্দ সোনোয়াল
আয়ুষ মন্ত্রী,
ভারত সরকার

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশ্বের প্রতিটি কোন থেকে মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এবারে ১৯২টি দেশ সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিশ্ব এখন ভারতকে যোগগুরু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় ১৯২টি দেশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করছে। যোগের প্রভাব এখন স্থান কালের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। যোগের গুরুত্ব মাথায় রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রতিপাদ্য ঘোষণা করেছেন- 'মানবতার জন্য যোগ'। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগ অনুশীলন-দ্য গার্ডিয়ান রিং-এই বছর যোগ দিবসের অংশ হিসাবে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হবে, এবং এটি ডিডি ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

বিশ্বে ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ৭৫টি বিশিষ্ট স্থানে ২১ জুন যোগ অনুশীলন করা হবে। রাজ্য সরকারগুলি রাজ্যগুলিতে এই চিহ্নিত স্থানগুলিতে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের অনুরোধে যোগ দিবসের আয়োজন করছে।

যোগব্যায়াম একটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে এখন এবং তা হল শুধুমাত্র রোগের চিকিৎসার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নয়। আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, মানসিক শান্তির জন্য যোগব্যায়াম এবং যোগব্যায়াম-ভিত্তিক রুটিনগুলি মেনে চলা উচিৎ। নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে দেশের-সমাজেরও উন্নতি হবে। এই কথা মাথায় রেখেই এই বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রতিপাদ্য হয়েছে 'মানবতার জন্য যোগ'।

যোগ এমন একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যাকে সঙ্গী করে ভারত এখন সারা বিশ্বে সুস্থতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১৪ সালের ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে মনোনীত করে। ভারতের এই প্রস্তাবে বিশ্বের ১৭৫টি দেশ সমর্থন করেছিল। ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। ২০১৬ সালের ১ ডিসেম্বর ইউনেস্কো মানবতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় 'যোগ'কে সংযুক্ত করেছে। তারপর থেকে যোগব্যায়ামের আন্তর্জাতিক পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতি বছর যোগ নিয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৭০ টিরও বেশি দেশে ভারতীয় মিশনের মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় যোগব্যায়ামের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। যোগব্যায়াম অনুষ্ঠানগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ১৫ কোটিরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এবারের লক্ষ্য হল ২৫ কোটি মানুষকে যোগাসন শেখানো। প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস চলাকালীন দুটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী দেশ (৮৪) এবং দ্বিতীয়টি ছিল একই স্থান এবং অনুষ্ঠানে ৩৫,৯৮৫ জন মানুষের অংশগ্রহণ।

এই বছর অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। গত সাত বছরের তুলনায় এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্যম, জাঁকজমক, এবং সারা বিশ্ব থেকে অংশগ্রহণের জন্য একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করবে। এই সময় প্রায় ১৭০টি দেশে যোগ অনুশীলন করা হবে, যার প্রধান আকর্ষণ হিসাবে গার্ডিয়ান রিং। জাপানে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ যোগ প্রোটোকল অনুসরণ করা হবে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে যোগ অনুশীলন করবে। এটি ডিডি ইন্ডিয়াতে ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার করা হবে এবং সরাসরি দেখার জন্য উপলব্ধ করা হবে।

ভারত সরকার এই গণআন্দোলনে ইন্ধন জোগাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগের প্রচার ও উন্নয়নে ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য দুটি পুরস্কার (একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি জাতীয়) ঘোষণা করেছেন। যোগাসনকে একটি খেলা হিসাবেও মনোনীত করা হয়েছে। এটি প্রাচীন অনুশীলনকে জনপ্রিয় করতে এবং যোগব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।

'সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগা অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি' (সিসিআরওয়াইএন) সূচক জার্নালে এই প্রাচীন ঐতিহ্যের আধুনিক অনুসন্ধানের উপর ১১৩টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। গবেষণার প্রবণতা দেখে, এটা বলা যেতে পারে যে ২০১৪ সালের পর থেকে যোগ গবেষণার দিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। যোগ সম্পর্কিত ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের আগে এবং ২০১৫ সালের পরে পরিচালিত গড় প্রকাশনা এবং ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলির উপর ভিত্তি করে গবেষণার গড় বার্ষিক প্রকাশনা প্রায় ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে যোগব্যায়াম শিখতে এবং অনুশীলন করতে চিকিৎসা পেশাদার এবং যোগ বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সময় এবং শক্তি নিয়োজিত করেছেন।

বিশ্বজুড়ে যোগের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে ভারতের প্রথম যোগ বিশ্ববিদ্যালয়, লকুলিশ যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার তিনগুণ বেড়েছে। এক হাজারেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ হাজার কলেজ এবং আনুমানিক ২৪ হাজার সিবিএসই অনুমোদিত স্কুল 'কমন যোগ প্রোটোকল' গ্রহণ করেছে। দুই লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়মিত যোগ অনুশীলনের সুবিধা এবং সুস্থতার জন্য সাধারণ যোগব্যায়াম বিষয়ে শিক্ষিত করা হয়েছে। ১.২৫ লক্ষ সুস্থতা কেন্দ্র সামগ্রিক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগানোর জন্য স্কুলগুলিতে একটি জাতীয় যোগ অলিম্পিয়াড চালু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আরেকটি কৃতিত্ব হল যে এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে যোগ বিষয়ে সচেতন করেছে। অনেক মহিলা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য যোগব্যায়াম অনুশীলন করছেন। দিব্যাংজনরা এখন সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ, উদ্বেগ হ্রাস এবং মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য যোগকে সঙ্গী করেছেন। তীব্র শীতল এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে, দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ব্যস্ততম বাজার এবং কর্মক্ষেত্রে যোগব্যায়াম করা হয়। মহামারি চলাকালীন হাজার হাজার স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং কোভিড-১৯ রোগী যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম এবং ধ্যান অনুশীলন করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এর সঙ্গে প্রযুক্তিকে যুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল নমস্তে যোগ, ওয়াই ব্রেক, ডাব্লুএইচও-এম যোগ, এবং যোগ পোর্টাল। ■

ভারত কী অর্জন করেছে

- সারা বিশ্ব 'যোগের শক্তি' প্রত্যক্ষ করেছে।
- যোগ সম্পর্কিত গবেষণা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন

সহানুভূতি এবং বিশ্বাসে পূর্ণ একটি উদ্যোগ হল পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন

সারা বিশ্বে কোভিড এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সূচনা করেছিল এবং ভারতও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এই মহামারিতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন যাঁদের মৃত্যুর পর ছোট ছোট সন্তানেরা অনাথ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে গোটা দেশই তাঁর পরিবার। এই বিশ্বাসকে সঙ্গী করে তিনি সেইসব শিশুদের জন্য 'পিএম কেয়ার্স' শুরু করেছিলেন যারা কোভিডে তাদের পিতা বা মাতাকে বা দুজনকেই হারিয়েছে। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয় পরিবারের একজন সংশ্লিষ্ট সদস্য হিসাবে শিশুদের সুরক্ষা, তাদের দেখাশোনা করা এবং সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এটি চালু করা হয়েছিল। 'সঙ্গ এবং বিশ্বাস' মন্ত্রকে সঙ্গী করে কেন্দ্রীয় সরকার এই শিশুদের সর্বাত্মক বিকাশের জন্য অবিরাম কাজ করছে যাতে তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত হয়, সফল হয়।

কখনও কখনও কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাদের জীবনের গতিপথ এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় যা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। হঠাৎ করে জীবনে অন্ধকার নেমে আসে এবং সবকিছু বদলে যায়। কোভিড অনেক মানুষের জীবনে, অনেক পরিবারে এমন অকস্মাৎ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এনেছে। কোভিডের কারণে বহু শিশু তাদের পিতা বা মাতা বা দুজন অভিভাবককেই হারিয়েছে এবং অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই ধরনের সংকটের মোকাবেলা করতে এবং শিশুদের সাহায্য করার জন্য 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' শুরু হয়েছিল। পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ আমি আপনার সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, আপনার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে কথা বলছি। আমি আজ আপনাদের সকলের বাচ্চাদের মধ্যে থাকতে পেরে খুব স্বস্তি অনুভব করছি।" 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন এর অধীনে কোভিড মহামারী চলাকালীন অনাথ শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে। সমগ্র দেশ যে তাঁর পরিবার এবং তিনি পরিবারের সদস্য হিসাবে সকলের যত্ন নেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায় এই কর্মসূচিতে।

শিশুদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করার চেষ্টা

কোভিডের সময় যেসব শিশুরা তাদের পিতামাতাকে হারিয়েছেন, তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা 'প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ড' থেকে প্রদান করা হবে। শিশুদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ বয়স অনুযায়ী দেওয়া হবে, শিশুটির যখন ১৮ বছর বয়স হবে তখন মোট অর্থের পরিমাণ হবে ১০ লক্ষ টাকা হবে। এই অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ থেকে ১৮-২৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রদান করা হবে। এছাড়াও, স্কুলে পড়ার পর কারিগরি শিক্ষার জন্য স্বনাথ বৃত্তি প্রকল্প থেকে প্রতি বছর ৫০ হাজার টাকার বৃত্তি দেওয়া হবে। দশম শ্রেণির পরে স্কুলছুটদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কার্যালয় ৪,৩৪৫ জন শিশুর দেখভাল করছে

- প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ের মাধ্যমে গত এক বছর ধরে ৪৩৪৫ জন শিশুর দেখভাল করছেন। এই শিশুরা কোভিড মহামারিতে তাদের বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছে।
- কোভিড সময়কালে তাদের পিতামাতাকে হারানো শিশুদের জন্য 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে, শিশুদের তাদের অভিভাবক এবং আত্মীয়দের সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছিল। শিশুর কোনো আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তাদের শিশু যত্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়।
- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি তাদের সম্পূর্ণ পুষ্টি, টিকাদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর পাশাপাশি, তারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমার সুবিধাও পাবেন।
- শিশুদের সুরক্ষার দায়িত্ব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে ভারত সরকার শিশুদের জন্য বৃত্তি ছাড়াও আবাসন, খাবার এবং বইয়ের জন্য অর্থ প্রদান করেছে। এছাড়াও ছুটির দিনে উপযুক্ত স্থানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে সহযোগিতায় শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।
- শিশুদের অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য, অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রতি মাসে চার হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'সংবাদ' পরিষেবা চালু

কখনও কখনও শিশুদের মানসিক সমর্থন এবং নির্দেশনারও প্রয়োজন হতে পারে। পরিবারে প্রবীণরা আছেন, তবে সরকারও চেষ্টা করেছে। এর জন্য একটি বিশেষ 'সংবাদ' পরিষেবাও শুরু করা হয়েছে। 'সংবাদ হেল্পলাইন'-এ, শিশুরা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং আলোচনা করতে পারে। 'পিএম কেয়ার্স ফান্ড' কোভিডের সময়কালে হাসপাতাল স্থাপন, ভেন্টিলেটর কেনা এবং অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনে অনেক সাহায্য করেছে। ফলে বহু প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

প্রকল্পটি গত বছর চালু হয়েছে

সরকার গত বছরের ২৯ মে এই প্রকল্প চালু করেছিল। এর অধীনে, যেসব শিশুরা ২০২০ সালের ১১মার্চ থেকে ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে করোনা মহামারির কারণে তাদের পিতামাতা, আইনি অভিভাবক, দত্তক পিতামাতা বা অভিভাবকদের একজনকে হারিয়েছে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়। পোর্টালটির নাম দেওয়া হয়েছে pmcaresforchildren। এটি শিশুদের নিবন্ধনের জন্য চালু করা হয়েছিল। এই পোর্টালটি একটি একক-উইন্ডো সিস্টেম যা শিশুদের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে সহজতর করে। ■

করোনা মহামারির ফলে যেসব শিশুরা তাদের মা ও বাবা বা অভিভাবকদের হারিয়েছে তাদের সমস্যা দূর করার একটি ছোট প্রচেষ্টা হল পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন। পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন- এই সত্যের প্রতিফলন যে প্রতিটি দেশবাসী সেই সকল শিশুদের পাশে রয়েছেন।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের 'আশা'

১০ লক্ষ আশা কর্মীকে সম্মান জানিয়েছে ডব্লুএইচও

নমস্কার দিদি! আমি একজন আশা কর্মী। তোমার জ্বর কেমন আছে? ওষুধ খেয়েছেন কিছু?

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়, আমরা অনেক আশা কর্মীদের কাছ থেকে এই কথাগুলি শুনেছি। তাঁরা দেশের প্রতিটি কোণে প্রতিটি বাড়ির মানুষদের স্বাস্থ্যের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই থেকে শুরু করে শিশু-মাতৃত্ব টিকাকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন দশ লক্ষেরও বেশি আশা কর্মী। ২০২০ সালে যখন কোভিড সারা দেশে আঘাত হানে, তখন 'আশা দিদি' নামে পরিচিত এই আশা কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন, স্বাস্থ্য সমস্যার হিসাব রাখেন এবং টিকাদান অভিযান সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও বিনামূল্যে টিকাদান অভিযান সফল করতে এই কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলস্বরূপ ৩১ মে পর্যন্ত ১৯৩ কোটিরও বেশি কোভিড টিকার ডোজ দিয়ে, ভারত কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই অর্জনকে সম্মান জানিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশা কর্মীদের 'গ্লোবাল হেলথ লিডারস্' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

> **আমি আনন্দিত যে আশা কর্মীদের সমগ্র দল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল হেলথ লিডারস্' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সকল আশা কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। এক সুস্থ ভারত গঠন করতে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের নিষ্ঠা এবং সংকল্প প্রশংসনীয়।**
>
> **-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

শিশুদের দ্রুত টিকাকরণ

২৫ মে পর্যন্ত ভারতে ১৯২.৬৭ কোটি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ১২-১৪ বছর বয়সি শিশুদের ৩.৩১ কোটি টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে, দুটি ডোজ পেয়েছে ১.৪৮ কোটি শিশু। ১৫-১৮ বছর বয়সিদের মধ্যে ৪.৫০ কোটি টিকার উভয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। ভারতে কোভিডের সক্রিয় কেস ১৪,৯৭১ এবং গত ২৪ ঘন্টায় ২১২৪টি নতুন কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। বর্তমানে সেরে ওঠার হার ৯৮.৭৫% এবং পুরো সপ্তাহে কোভিড সক্রিয় রোগীর হার ০.৪৯%।

আশা কর্মীরা গ্রামীণ ভারতে যোগাযোগের প্রথম ধাপ

ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কর্মী হল 'অ্যাক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট' বা 'আশা' স্বেচ্ছাসেবক। গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম বিন্দু তাঁরা। এই আশা কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেছেন কারণ তাঁরা মহামারির সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনা রোগীদের শনাক্ত করেছিলেন। ■

সমৃদ্ধশালী ভারত শ্রদ্ধাশীল বিশ্ব

বর্তমানে বিশ্ব মঞ্চে ভারত গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। শুধুমাত্র নিজের মত পোষণই নয়, ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলিরও প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

একজন ভারতীয় বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর ভারতীয়ত্ব এবং দেশের প্রতি আনুগত্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। ফলস্বরূপ, বিশ্বের যে কোনো স্থানে বসবাসকারী প্রত্যেক ভারতীয় একজন 'রাষ্ট্রদূত'। এবং সেই রাষ্ট্রদূতরা যখন দেশের উন্নয়নে নেতৃত্ব দেন, তখন দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ভারত এখন মানবতার-সভ্যতার যে কোনও সংকট মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ইউরোপ বা জাপান সফর হোক বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ভ্রমণ হোক না কেন, যে দেশেই গিয়েছেন সেখানকার ভারতীয়রা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছে। 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিয়ে অনুষ্ঠান মুখরিত করেছেন। এই উচ্ছ্বাসই নতুন ভারতের মানসিকতা প্রতিফলিত করে। অতীতে বহু দেশ ভাবত 'কেন ভারত', এখন সেই ভাবনা দূরে সরিয়ে বিশ্ব 'ভারত কেন নয়'- এই ধারনাকে গ্রহণ করেছে। কারণ ভারত বিকাশ লাভ করেছে এবং সারা বিশ্বে বসবাসকারী ভারতীয়রা দেশের এই অগ্রগতি-সমৃদ্ধি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। বিশ্ব এখন এক নতুন ভারতকে প্রত্যক্ষ করছে, এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত সঠিক সিদ্ধান্ত এবং নেতৃত্ব দানের সুযোগ ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে নিচ্ছে।

আমরা আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতীয় পতাকা দেখে আমাদের বাস থামানো হয়নি। যেসব বাসগুলি বিমানবন্দরে যাচ্ছিল সেগুলিতে ভারতীয় পতাকা লাগানো হয়েছিল। পতাকা দেখার পর সেখানকার সেনাবাহিনী তল্লাশি চালানোর জন্য বাস থামাননি। তেরঙ্গা কী প্রতিনিধিত্ব করে? আমরা ইউক্রেন থেকে ফেরার সময় তা বুঝতে পেরেছি। বিদেশে তেরঙ্গা ভারতীয়দের ঢাল। আমরা আতঙ্কিত ছিলাম, কিন্তু ভারত সরকারের সহায়তায় আমরা নিরাপদে দেশে ফিরে এসেছি। আমরা তেরঙ্গার তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ভারত সরকারই সাহায্য করছে। আমাদের নথিগুলি দ্রুত যাচাই করা হয়েছিল। অন্যদিকে, অন্যান্য দেশের ছাত্রদের নথি যাচাই করা হয়নি।"

এই কথাগুলি জানিয়েছিলেন কাশিশ শর্মা এবং ওশিমার মতো পড়ুয়ারা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে তাঁরা সিমলায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন। আগ্রার সাক্ষী সিং বা হেমন্তও নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করার জন্য অপারেশন গঙ্গা অভিযান চালিয়েছিল ভারত। সেই অভিযান শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর গল্পই নয়, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিরও প্রতীক।

দিল্লি থেকে অপহরণ করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল ছয় বছরের ছোট্ট শিশু সোনুকে। সে জানায় "আমরা যখন বাইরে খেলছিলাম, তখন একজন মহিলা এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে, আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে মারধর করত, কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ভারত সরকার আমাকে উদ্ধার করে। আমি আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারব এটা জেনে আনন্দিত হয়েছিলাম।"

গুরপ্রীত কৌরের গল্পও আলাদা নয়। স্বামীর খোঁজে তিনি মেয়েকে নিয়ে জার্মানিতে গিয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর স্বামীর পরিবার জার্মানি যেতে বাধ্য করেছিল। যেখানে তাঁকে এবং তাঁর মেয়েকে একটি শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়েছিল। তিনি ভারতে ফিরে আসার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে তিনি জার্মানির শরণার্থী শিবির থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। তিনি জানান, "গাড়ির চালক আমাকে শরণার্থী শিবিরের বাইরে নামিয়ে দিয়ে ভিতরে যেতে বলে। সে আরও জানায় যে সে আমার শাশুড়ি ও শ্বশুরকে নিয়ে আসবে। বাইরে এসে কাউকে পেলাম না। আমার তখন মনে হয়েছিল আমাকে বোধহয় এখানেই সারা জীবন কাটাতে হবে। আমার যা হওয়ার তাই হয়েছে। আমার মেয়ের কিছু হলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না। কিন্তু তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী আমাকে ফেরত পাঠানোর কথা জানালে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে আমি যেন সেই মন্ত্রীকে একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি।"

দুবাইয়ের একটি শিপিং কোম্পানিতে যোগদানকারী সুশীল কাপুরের গল্পও একই রকম। কয়েকদিনের মধ্যেই সুশীল এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। তিনি বলেন, "আমাদের ওমান থেকে ডিজেল আনতে হয়েছিল এবং একই ডিজেল দুবাইতে বিক্রি করতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৭-৮ দিন সময় নেয়, এবং তারপরে একটি জাহাজ আমাদের জাহাজের পাশে চলে আসে, বোর্ডে থাকা লোকেরা আমাদের উপর আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাঁরা আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। তারপর তাঁরা আমাদের ইরানে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা জানতে পারি যে আমাদের দুই বছরের জেল এবং জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অঙ্ক ছিল প্রায় ১৯.৪ কোটি টাকা। মিথ্যা অজুহাতে, আমার বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ আনা হয়েছিল। মোটা জরিমানার কারণে বাড়ি ফেরার উপায় ছিল না। ইরানের বিদেশমন্ত্রী ভারতে গেলে আমার বিষয়টি তাঁর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। তখন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ভারতে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়।"

তোমাদের প্রজন্ম ভাগ্যবান যে পূর্ববর্তী সরকারের "রক্ষামূলক" এবং "নির্ভরশীল" মনোভাবের কারণে অনেক কিছু হারাতে হয়নি। কিন্তু দেশে যদি এই পরিবর্তন হয়ে থাকে তার প্রধান কৃতিত্ব তোমাদের, আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের। বলা যেতে পারে, ভারত এমন একটি ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হওয়ার পথে রয়েছে যেখানে দেশটি কখনই নিজের থেকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এটি এমন এক মেয়ের গল্প যে তার শৈশবে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখান থেকে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল না। এমনকি সে কারোর সাহায্য চাইতে পারেনি কারণ সে কথা বলতে বা শুনতে পারত না। পাকিস্তান থেকে নিরাপদে ভারতে ফিরে আসার পর গীতা ইশারায় বলে, "তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, ভুল ট্রেনে করে পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ট্রেন চালু হওয়ার পর কোন পথে যাব বুঝতে পারছিলাম না। চোদ্দ বছর ধরে আমি আমার বাবা-মায়ের থেকে আলাদা ছিলাম। ভারত সরকার মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, আমি ভারতে ফিরতে পেরেছি। আমি যখন ভারতে ফিরে আসি তখন আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। আমাকে ইন্দোরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং সকলকে দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। ভারত যে দ্রুত অগ্রগতি করছে তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই। জয় ভারত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ!"

সম্প্রতি ভারত 'অপারেশন গঙ্গা'র মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ২৩,০০০ ভারতীয় ছাত্রদের উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। সারা বিশ্ব এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বোমা হামলা বন্ধ করার জন্য বারবার ইউক্রেন, রাশিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। পরে এই দেশগুলি এবং এদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তায় ভারত নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের উদাহরণ। সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট হয়েছিল, এবং তা হল প্রবাসী ভারতীয়দের দেশের প্রতি আস্থা। এই পরিবর্তনই দেশের যোগ্য নেতৃত্বের উদাহরণ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ভারতীয়দের এই আস্থা দিয়েছে যে তাঁরা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন তাঁরা নিরাপদ থাকবে। প্রকৃতপক্ষে মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পুরানো সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। এই কারণেই, শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর মহামারি চলাকালীন সময়ে ভারত ১৫০টিরও বেশি দেশকে ওষুধ এবং টিকা পাঠিয়ে সাহায্য করেছে। বিশ্ব এখন কোভিড-পরবর্তী সময়ে নতুন আশা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এই কারণেই জি-২০ থেকে ব্রিকস্, কোয়াড থেকে এসসিও শীর্ষ সম্মেলন, এশিয়ান থেকে ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরাম, সিওপি-২৬ পর্যন্ত প্রতিটি বড় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মতামত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে, ভারত প্রমাণ করেছে যে আমাদের দেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সামলাতে প্রস্তুত। বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারত বর্তমানে তার নিজস্ব পথ তৈরিতে বিশ্বাস করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য হল একটি শক্তিশালী, আধুনিক এবং আত্মনির্ভরশীল ভারত গঠন করা যার থেকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ উপকৃত হবেন।

যাইহোক ভারতের এই যাত্রা সহজ ছিল না। সরকার বিদেশ নীতি এবং কূটনৈতিক বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। ঐতিহ্যগত সংযোগগুলি পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে, কৌশলগত সম্পর্কগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে, এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গত আট বছরে বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্য হল বিশ্বের যেখানেই ভারতীয়রা বাস করুক না কেন, তাঁরা যেন নিজের দেশ-নিজের মাতৃভূমিকে নিয়ে গর্ব বোধ করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন বিদেশ মন্ত্রকের নীতি কূটনীতি, বিদেশ সফর এবং চুক্তির মতো কয়েকটি আনুষ্ঠানিক আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদেশ মন্ত্রকের নীতি থেকে 'সাধারণ মানুষ' হারিয়ে গিয়েছিল। নীতি সে দেশের জন্য হোক বা বিদেশের জন্য হোক, তা অবশ্যই জনগণকেন্দ্রিক হতে হবে এবং দেশে ও বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী প্রত্যেক ভারতীয় যেন তা উপলব্ধি করতে পারেন। এই ধরনের চিন্তাভাবনা বিদেশ মন্ত্রকের কাজের ধরনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করেছে। অনন্য জনকেন্দ্রিক কাজের ধরনের ফলে

এই মন্ত্রকটি নিজেদের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে এটি সবচেয়ে কাছের হয়ে উঠেছে। প্রথমে, সারা বিশ্বে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য একটি মন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল, যেমন 'বিদেশে আপনার বন্ধু, ভারতীয় দূতাবাস'। এটা করা হয়েছিল কারণ দেশের কোনো মানুষ যখন কোনো সংকটে পড়ে তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য পরিবার-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অনেক লোক থাকেন। বিদেশে যখন এরকম কিছু ঘটে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষ একাকী বোধ করেন, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাইহোক, ভারতীয় দূতাবাস সমস্ত ভারতীয়দের জন্য একটি বিশ্ব পরিবারে পরিণত হয়েছে।

'রাষ্ট্রদূত-এর একটি নতুন পরিচয়

পঁয়ষট্টি ঘণ্টা, তিনটি দেশ, আটটি বিশ্ব নেতা, ২৫টি বৈঠক... এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে গণ-আদানপ্রদান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক তিনটি ইউরোপীয় দেশ সফরের তাৎপর্য তার কর্মসূচির মাধ্যমে অনুমান করা যায়।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের সংখ্যা অনেক দেশের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে 'ভারতকে জানুন', 'প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা', 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্রদের জন্য ছাত্র নিবন্ধন পোর্টাল-বৃত্তি', প্রবাসী ভারতীয় সম্মান, এবং প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন-এর মতো কয়েক ডজন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি এখন ভারতীয়দের তাঁদের কাজের জায়গায় সংযুক্ত করছে। আজ যদি কোনও ভারতীয় বিদেশে কোনও সংকটের সম্মুখীন হন, সরকার তৎক্ষণাৎ সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য কাজ করে। সাম্প্রতিক ইউক্রেন সঙ্কট থেকে নিরাপদে শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনা হোক বা অন্যান্য ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক, ভারত সরকার ভারতীয়দের মধ্যে আস্থার বোধ জাগ্রত করতে পেরেছে।

সম্প্রতি, তাঁর ইউরোপ সফরের সময় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "একজন ভারতীয়, তিনি বিশ্বের যেখানেই যান না কেন, তার কাজের জায়গায় অত্যন্ত দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন। আমি যখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করি, তাঁরা প্রায়শই আমাকে অত্যন্ত গর্ব ভরে জানান যে বহু ভারতীয় তাঁদের দেশে বসতি স্থাপন করেছে। তাঁরা প্রবাসী ভারতীয়দের কঠোর পরিশ্রম এবং শান্তিপূর্ণ স্বভাবের প্রশংসা করেই যান..." আজ, ভারতের বৈশ্বিক প্রতিপত্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে ভারত যখন কথা বলে, সমগ্র বিশ্ব শোনে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিদেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশে দেশের দূত হয়ে উঠেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি ৬০ বারেরও বেশি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। যদি দেশ ভ্রমণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে মোট ভ্রমণের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। তিনি বহুবার বহু দেশ সফর করেছেন।

> **আজ বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন প্রস্তাবগুলিকে তার লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে বিবেচনা করছে। আন্তর্জাতিক শান্তি হোক বা সংকটের সমাধান হোক, বিশ্ব অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।**
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা **১৯০টি** দেশের জনসংখ্যাকে অতিক্রম করে গিয়েছে

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় বংশোদ্ভূত বা পিআইও এবং বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় বা এনআরআইদের সংখ্যা একত্র করলে তা বিশ্বের ১৯০টি দেশের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি হবে।

- হলি সি বা ভ্যাটিকান সিটি, পাকিস্তান এবং সান মারিনো ব্যতীত বিশ্বের ২০০টিরও বেশি দেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং অনাবাসী ভারতীয়রা বাস করে।
- ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে ১.৮৭ কোটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ১.৩৫ কোটি অনাবাসী ভারতীয়-সহ মোট ৩.২২ কোটি ভারতীয় বিদেশে থাকেন।
- বিদেশ মন্ত্রকের কাছে উপলব্ধ তথ্য অনুসারে, ১৩ লক্ষ ভারতীয় ছাত্র বিদেশে পড়াশোনা করছেন।
- ভারতীয় অভিবাসন কেন্দ্র, মন্ত্রকের একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ভারতীয় শিক্ষার্থী আমেরিকায় পড়াশোনা করছে।

বিশ্বের সমস্ত মহাদেশে ২০২টি ভারতীয় মিশন রয়েছে যার মধ্যে আছে দূতাবাস, হাই কমিশন, স্থায়ী মিশন, স্থায়ী প্রতিনিধি, ডেপুটি হাই কমিশন এবং প্রতিনিধি অফিস। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২২টি নতুন কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্বে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে

প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্যালেস্টাইনের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'গ্র্যান্ড কলার' সম্মানে ভূষিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বাহরাইনের 'অর্ডার অফ দ্য রেনেসাঁ' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শক্তি শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী 'সিরাউইক গ্লোবাল এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আফগানিস্তান গাজী আমির আমানুল্লাহ খান পুরস্কার এবং সৌদি আরব তাদের দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'সাস অফ কিং আবদুল আজিজ' সম্মানে ভূষিত করেছে।

'দ্য লিজিয়ন অফ মেরিট অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। অসামান্য পরিষেবা এবং কৃতিত্বের জন্য এই মার্কিন সম্মান প্রদান করা হয়।

মলদ্বীপে বিদেশ সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'অর্ডার অফ দ্য ডিস্টিংগুইশড রুল অফ নিশান ইজ্জুদ্দিন'-এ ভূষিত করা হয়েছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী তাদের দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'অর্ডার অব জায়েদ' প্রদান করেছে।

২০১৮ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অফ দ্য আর্থ' পুরস্কার পান।

সুস্থায়ী পৃথিবী এবং উন্নয়নে অবদানের জন্য 'ফিলিপ কোটলার প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড' এও সম্মানিত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন দ্বারা 'গ্লোবাল গোলকিপার অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত হয়েছেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'দ্য অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টেল' দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

সিওল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এটি তাঁর পূর্বসূরীদের দ্বিগুণেরও বেশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত আট বছরে বিশ্বব্যাপী ভারতের সাফল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য নতুন রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর সফল কূটনীতির মাধ্যমে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান এবং রাশিয়ার মতো শক্তিশালী দেশগুলির প্রশংসা অর্জন করেছেন। সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোণঠাসা করে ভারতের কূটনীতির সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। ১৭ বছর পর নেপাল, ২৮ বছর পর অস্ট্রেলিয়া, ৩১ বছর পর ফিজি এবং ৩৪ বছর পর সেশেলস ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সফরের কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন প্রথম দায়িত্ব নেন, তখন তিনি ভুটানে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি 'ভারতের জন্য ভুটান এবং

৫৫৭টি অফিস পাসপোর্ট যার মধ্যে ১৭৭টি ভারতীয় মিশনের সঙ্গে একীভূত।

৩৬ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস।

৯৩ পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র।

৪২৮ পাসপোর্ট সেবা পোস্ট অফিস কেন্দ্র।

এফডিআই এবং ফরেক্স রিজার্ভ

বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য এবং ব্যবসা করার পথ সহজতর করার জন্য, সরকার কয়লা খনি, চুক্তি উৎপাদন, ডিজিটাল মিডিয়া, একক-ব্র্যান্ড খুচরা ব্যবসা, বেসামরিক বিমান চলাচল, প্রতিরক্ষা, পেট্রোলিয়াম, টেলিকম এবং বিমার জন্য এফডিআই নীতিকে আরও সরল ও উদার করেছে। বিদেশ সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিনিয়োগকারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই সমস্ত সংস্কার সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

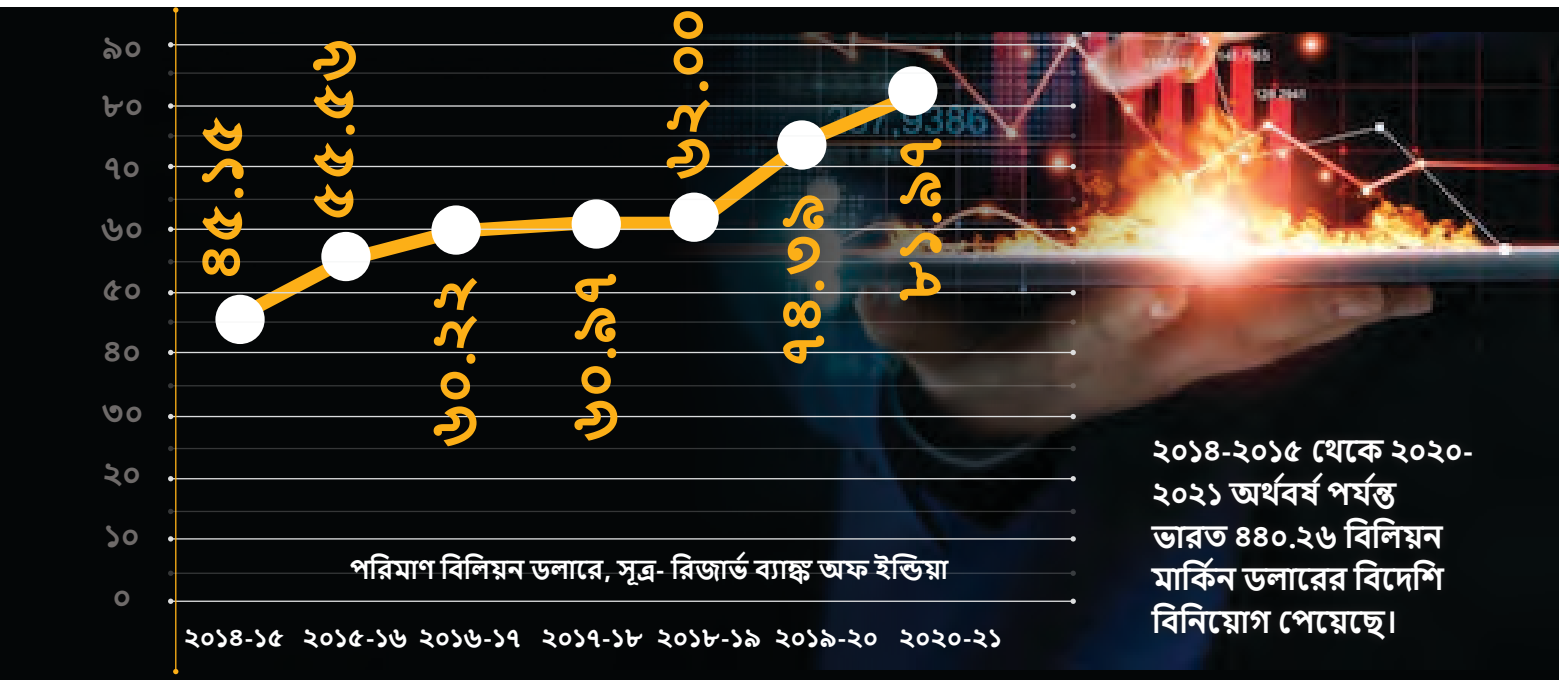

ভারতে চতুর্থ বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় রয়েছে

২০২১-২২ **৬৩৪** বিলিয়ন ডলার

২০১৯-২০ **৪৭৮** বিলিয়ন ডলার

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ক্রমাগত বাড়ছে। ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চিন, জাপান এবং সুইজারল্যান্ডের পরে ভারতে চতুর্থ বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় রয়েছে।

ভুটানের জন্য ভারত' এই মন্ত্রের উপর জোর দিয়ে দুই দেশের অটুট বন্ধন বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভুটান পার্লামেন্টের মাধ্যমে ভুটানকে আশ্বস্ত করেন যে, দুই দেশের সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও মজবুত হবে। একইভাবে নেপাল সফরে তিনি দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেন। নেপাল সফরকালে তিনি দেবী সীতার পবিত্র জন্মস্থান জনকপুরের জানকী মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। উভয় দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শ্রীলঙ্কার মানুষের মন জয় করেছেন। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে, ভারত শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত বছর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে ভারত-বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নব উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। দুই দেশের মধ্যে পাঁচটি বড় চুক্তি হয়েছে, যার সবকটিই সংযোগ, জ্বালানি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগ মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গেও সম্পর্ক জোরদার করেছে। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নত হয়েছে। ২০১৯ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাজকুমার মহম্মদ বিন জায়েদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সংযুক্ত আরব আমিরাশাহীর সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান

'অর্ডার অফ জায়েদ' প্রদান করেছিলেন, পাশাপাশি তাঁকে 'বড় ভাই' বলে উল্লেখ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তারপরে আবুধাবিতে প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। কেন জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণ করা হয়েছিল এবং ভারতীয় রুপে কার্ড চালু করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও উন্নত হয়েছে। এখানে পুলওয়ামা হামলার কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স এই হামলার অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারতের হয়ে প্রচারণার জন্য বিশ্ব সমর্থনের মধ্যে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে সফর করেছিলেন। সেই সময় তিনি ভারতের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, সৌদি আরব প্রকাশ্যে ভারতের সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানকে সমর্থন করেছে। সৌদি আরবের সঙ্গে নতুন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর কূটনৈতিক উদ্যোগ মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, কুয়েত, কাজাখস্তান, কাতার, মিশর, বাহরাইন, তিউনিসিয়া, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং জর্ডানের মতো অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক জোরদার করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে নতুন করে চাঙ্গা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্ককে আরও মূল্যবান করে তোলে। ইরানের সঙ্গে চাবাহার বন্দরের চুক্তি ভারতের জন্য কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক, সমৃদ্ধ হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেন সংকটের মধ্যে রাইসিনা ডায়ালগে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার সময়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছিলেন যে ভবিষ্যত পৃথিবী ভারতের এবং এটি দুই দেশের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে। এছাড়াও, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'ইন্দো-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা করে। এটি একটি কৌশলগত চুক্তি যা বাণিজ্য, নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সমস্যা মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। ভারত এই প্রথমবার কোনো অংশীদারের সঙ্গে একটি ব্যবসা ও প্রযুক্তি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে দ্বিতীয়বারের মতো ভারতকে নিয়ে এমন একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি আমেরিকার কথা উঠলে

অভিবাসীদের স্বার্থে গৃহীত পদক্ষেপ

- বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আগে সমাধান করা হয়। মিশন এবং কেন্দ্রগুলি অনাবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ওপেন হাউসের আয়োজন করেছে।
- ওপেন হাউসে উত্থাপিত সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেই দেশের সরকারকে জানানো হয়।
- বিদেশে যাওয়ার আগে কর্মীদের প্রাক-প্রস্থান প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই সংক্রান্ত একটি বই স্থানীয় ভাষায় উপলব্ধ থাকে। প্রবাসী ভারতীয় বিমা যোজনা শ্রমিকদের বিমা সুবিধা প্রদান করে।
- এমএডিএডি পোর্টাল, ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড, ই-মাইগ্রেট পোর্টাল, প্রবাসী ভারতীয় সহায়তা কেন্দ্র, রিশতা পোর্টাল, ইত্যাদি এনআরআইদের সহায়তা পেতে, তাঁদের অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
- ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, ভারতীয় সম্প্রদায় কল্যাণ তহবিলের অধীনে ২.৭৮ লক্ষেরও বেশি অনাবাসী ভারতীয়কে সাহায্য করা হয়েছে।
- ভারতীয়দের সাহায্য করার জন্য এমএডিএডি পোর্টালটি ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু করা হয়েছিল যেখানে ছাত্রদের নিবন্ধন অংশটি ২০১৬ সালের জুলাইয়ে যুক্ত করা হয়েছিল।
- ভারতীয় সম্প্রদায় কল্যাণ তহবিল বিশ্বের ১৩২টি দেশে অনাবাসী ভারতীয়দের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তহবিলের অর্থ বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করার জন্য

ব্যয় করা হয়।

- অনাবাসী ভারতীয়দের অভিযোগ ফোন, সরাসরি, ইমেল, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।
- কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসা অভিবাসীদের জন্য ভারত সরকার স্কিলড্ ওয়াকার্স অ্যারাইভাল ডেটাবেস ফর এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট (স্বদেশ) পোর্টাল চালু করেছে। এই ডেটাবেসের উদ্দেশ্য হল বন্দে ভারত মিশনের অধীনে ফিরে আসা কর্মীদের দক্ষতা সম্পর্কে সম্যক তথ্য তুলে ধরা, তাঁদের ভারতীয় এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা।
- স্বদেশ-এর অধীনে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আত্মনির্ভর স্কিলড্ এমপ্লয়ি ম্যাপিং (অসীম) পোর্টালে তথ্য আপলোড করা যাবে। ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৩,৯৫৭ জনেরও বেশি নাগরিক কর্মসংস্থান সহায়তা দক্ষতা কার্ডের জন্য 'স্কিল ওয়ার্কার্স অ্যারাইভাল ডেটাবেসে' নিবন্ধন করেছেন।
- বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও ভাল সংযোগের জন্য 'রিশতা' নামে একটি নতুন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে, কঠিন সময়ে দ্রুত ভারতীয় প্রবাসীদের কাছে পৌঁছানো সহজ হবে। পোর্টালটি ভারতের উন্নয়নের জন্য বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতেও সাহায্য করবে।
- পূর্ববর্তী সরকারে বিদেশী ভারতীয়দের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক ছিল। আরও ভাল সমন্বয় সাধনের জন্য বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে।
- ভারত সরকার 'পার্সন অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন' এবং ওভারসিজ সিটিজেনস অফ ইন্ডিয়া প্রোগ্রামগুলিকে একীভূত করেছে।
- ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫.১০ লক্ষ অভিবাসীকে ওসিআই কার্ড দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক কৌশলের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা কয়েক দশকের পুরনো পাকিস্তান নীতি পরিবর্তন করেছে। সবচেয়ে বেশিবার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি উদ্যোগের অংশ হিসাবে একটি দ্বিদলীয় বিল অনুমোদন করে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রয় এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমেরিকা অন্যান্য 'ন্যাটো' মিত্র দেশগুলির সঙ্গে এটিকে যুক্ত করে। এনএসজি এবং এমটিসিআর নামে পরিচিত নিউক্লিয়ার সাপ্লাই গ্রুপে আমেরিকা ভারতকে সমর্থন দিয়েছে। ভারত মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিমের সদস্য হয়েছে। ভারত এখন তার ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি অন্যান্য দেশের কাছে বিক্রি করতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজনে আমেরিকা থেকে প্রিডেটর ড্রোন কিনতেও সক্ষম হবে। ভারত ও জাপান, জার্মানি এবং ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা, পাশাপাশি বেসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রযুক্তি এবং গোপনীয় সামরিক তথ্য সুরক্ষা-সহ দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছে। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া, কোয়াড অংশীদার, ফলে তাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। বছরের পর বছর অপেক্ষার পর দুই দেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে।

এই প্রথম রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের মধ্যে ভারতের বিদেশনীতির সাফল্য এবং দৃঢ়তা অবশ্য লক্ষণীয়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২+২ আলোচনা এবং রাইসিনা ডায়ালগের পরে, রাশিয়া বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের দৃঢ় বিদেশনীতির কথা বলেছেন। তিনি আরও জানান ভারতের এই নীতি আন্তর্জাতিক ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিৎ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি বলেন "আমি ভারতের কাজের প্রশংসা করি... তাদের বিদেশ নীতি যেমন... তাদের বিদেশ নীতি সবসময় স্বাধীন। ভারত তাদের বিদেশনীতি জনগণের জন্য প্রস্তুত করে, জনগণকে সাহায্য করার জন্য।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসাধারণ কূটনৈতিক ক্ষমতা বিশ্বজুড়ে ভারতের মর্যাদা, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে। বিনিয়োগ হোক বা সাংস্কৃতিক বিনিময়, ভারতীয় পণ্যের রফতানি বা

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা

সৌর সম্পদ সমৃদ্ধ দেশগুলির বিশেষ শক্তির চাহিদা মেটাতে গৃহীত একটি উদ্যোগ হল ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ)। এর নেতৃত্বে রয়েছে ভারত এবং ফ্রান্স। এটি এমন প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা যার সদর দফতর ভারতে। এখন পর্যন্ত ১০৩টি দেশ এর সদস্য হয়েছে।

ভারত ২০২১ সালের আগস্টে প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় অস্থায়ী সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদান, সব মিলিয়ে বহুমুখী কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত নিজের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তুলেছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও), এসসিও (সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা) এবং ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) এর নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান। সেইসঙ্গে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার সঙ্গে একত্রে গঠিত 'কোয়াড'র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ভারত সর্বদা "বসুধৈব কুটুম্বকম" এই ধারণাকে সঙ্গী করে। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কিছু অনুষ্ঠানে আত্মনির্ভর ভারত,'মেক ইন ইন্ডিয়া', মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' মন্ত্রের কথা বলেছেন।

ম্যাডিসন স্কোয়ার থেকে বার্লিনের পটসডামার প্ল্যাটজ অডিটোরিয়াম পর্যন্ত: প্রবাসীদের শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা

১.৩৫ কোটিরও বেশি ভারতীয় প্রবাসী বিশ্বের ২০০ টিরও বেশি দেশে বাস করেন। অধিকন্তু, ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রায় ৩.২২ কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। বিশ্বের যে কোনো স্থানে বসবাসকারী প্রত্যেক ভারতীয় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। ভারত থেকে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্তব্যবোধ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা, যেখানেই যান না কেন তাঁরা সেই ভারতীয় মূল্যবোধ বজায় রাখেন। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বড় সংস্থায় সিইও পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন ভারতীয়রা, শুধু তাই নয় বিদেশের বহু সংস্থায় কর্মীবাহিনীর একটি

ভারতের প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য যোগকে বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে। ২১ জুন তারিখটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৭৭টি সদস্য দেশ ২১ জুন দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে।

৪০ বছর পর আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আইওসি সভা আয়োজনের জন্য ভারতকে নির্বাচিত করেছে।

পূর্ববর্তী সরকারগুলিতে, দেশীয় উন্নয়নে জোর দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার স্বচ্ছ ভারত, স্কিল ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ভারত, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং স্মার্ট সিটি'র মতো পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করেছে। সাফল্যের জন্য কূটনীতি ব্যবহার করেছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'উন্নয়নের কূটনীতি'।

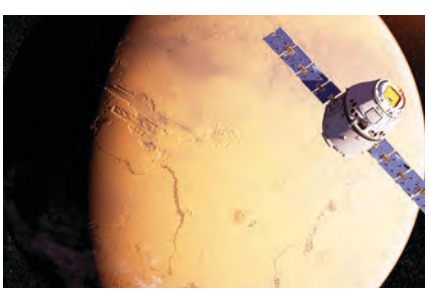

ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে যারা মঙ্গলযানের মাধ্যমে প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পেরেছে।

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া অগ্রাধিকার

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে ভারত সরকার। সরকার এই বিষয়ে অন্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এর জন্য ভারত রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার নিয়ে চলমান আন্তঃসরকারি সংলাপে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। জি-ফোর (ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি এবং জাপান) এবং এল-৬৯ গ্রুপ (এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির দল)- এর সদস্যদের মাধ্যমে অন্য সংস্কার-ভিত্তিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদার কারণে ২০২১-২০২২ এই সময়কালের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ভারত ১৯৩টি ভোটের মধ্যে ১৮৪টি ভোট পেয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের পাওয়ার বিষয়ে বহু দেশ তাদের সমর্থন নিশ্চিত করেছে।

বৃহৎ অংশ ভারতীয়রা। যা প্রয়োজন ছিল তা হল এই ভারতীয়দের দেশের মূল স্রোত বা শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা।

২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রায় প্রতিটি বিদেশ সফরে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, তা সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন স্কোয়ার হোক বা সিডনির অলিম্পিক পার্ক বা সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর জার্মানি সফর। অর্থনীতি থেকে শুরু করে ভারতে বিনিয়োগ পর্যন্ত ভারতীয়দের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অভিবাসীরা বিমানবন্দর, হোটেলের বাইরে এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন স্থানে সম্মান জানাচ্ছেন। এটি এমন একটি দৃশ্য যা ২০১৪ সালের আগে খুব কমই দেখা যেত।

প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন প্রতি দুই বছরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এই সম্মেলন শুরু করেছিলেন। যাইহোক এত দ্রুত যোগাযোগের সময়েও প্রবাসী ভারতীয়রা যে দেশের সঙ্গে, দেশের প্রতিটি উন্নয়নের সঙ্গে নিজেদের সামিল করেছেন, তা অত্যন্ত গর্বের। গত আট বছরে, সরকার অভিবাসীদের জন্য ভারতে যাতায়াত এবং বসবাস করা খুব সহজ করে দিয়েছে। অভিবাসীরা যারা ভারতে বিনিয়োগ করতে চায় তাঁরা একক উইন্ডো সিস্টেমের মতো পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমরা 'ব্রেন ড্রেনকে ব্রেন গেন-এ' পরিণত করছি।"

বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়রা শুধুমাত্র অন্য দেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তাই নয় তাঁরা দেশের জিডিপিতে

উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখেন। বিশ্বব্যাংকের 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ' অনুসারে, ভারতীয় প্রবাসীরা তাঁদের দেশে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাঠান। ২০২১ সালের মধ্যে প্রবাসীরা ৮৭ ডলার বিলিয়ন অর্থ পাঠিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি অর্থ পাঠান, মোট প্রেরিত অর্থের ২০%। প্রবাসীরা ভারতীয়দের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টার ফলে অভিবাসী সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২২ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৯৯.৬ বিলিয়ন ডলার হবে।

নতুন পৃথিবীতে ভারতের স্থান

কোভিড পরবর্তী সময়ে বিশ্বে এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন এবং বলেছেন যে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি নতুন মাত্রা হিসাবে আবির্ভূত হবে, যেখানে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কোভিডের কারণে অনেক দেশের অর্থনীতির অবস্থা খারাপ হয়েছে। ভারতের অর্থনীতিতেও প্রথমে ধাক্কা লেগেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ভারত সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। ভারত এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। ফলে ভারতের দায়িত্ব বেড়েছে। যাইহোক কোভিড মহামারির সময় ভারত তার দায়িত্ব পালন করেছে। সেই কারণে বহু দেশ ভারতের কাজের প্রশংসা করেছে। কোভিড মহামারি থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী ১৫০টিরও বেশি দেশে প্রয়োজনীয় ওষুধ বা টিকা সরবরাহ করেছে। ইউক্রেনে যুদ্ধের সময় গমের যোগান কমে যাওয়ায় ভারত সেই ঘাটতি পূরণ করতে গম সরবরাহের উদ্যোগ চালু করে, আফগানিস্তানে খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করে, ঋণগ্রস্ত শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করে নিজেকে একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ বিশ্ব ভারতের কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। বিশ্বের বহু দেশকে যথাযথভাবে সাহায্য করে ভারত বারবার তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।

এখন বিশ্বের বহু দেশে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য যোগের ক্লাস হয়, ভারত এখন মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে এত দূর এগিয়েছে যে মহাকাশে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে। সারা বিশ্বে 'মেক

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

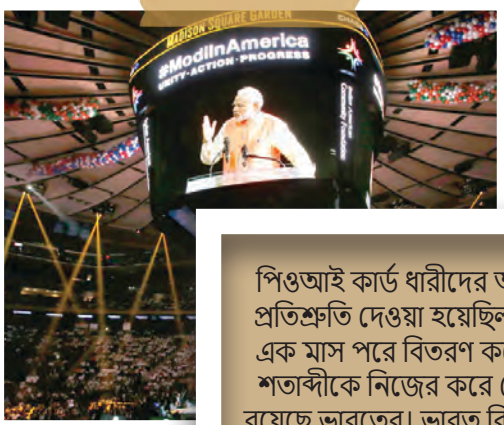

নিউ ইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ১৮,০০০ ভারতীয়ের সামনে ভাষণ দেন।

পিওআই কার্ড ধারীদের আজীবন ভিসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যা আমি মাত্র এক মাস পরে বিতরণ করেছি। একবিংশ শতাব্দীকে নিজের করে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। ভারত বিশ্বের নতুন দেশ, কিন্তু এখানে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা রয়েছে। এটি একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ। আমরা আপনাকে মাথা নত করতে দেব না।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী
(ম্যাডিসন স্কোয়ারে একথা বলেছিলেন)

১৭ নভেম্বর, ২০১৪: সিডনির আলফোনস এরিনায় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ১৮ হাজার সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন।

আলফোনস এরিনায় আসন ধারণক্ষমতা ১৬,০০০ মানুষের তবুও ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নিবন্ধন করেছিলেন।

“আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার সুযোগ পাইনি। আমরা ভারতের জন্য জীবন দিতে পারিনি। তবে আমরা ভারতের জন্য কিছু করতে পারি।
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী (সিডনিতে)

১৪ নভেম্বর, ২০১৫: তিনি লন্ডন-ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ব্রিটিশ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ৬০ হাজার সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

“বৈচিত্র্য ভারতের বিশেষত্ব, গৌরব এবং শক্তি। টেলিভিশনে এবং সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখানো ভারত এখন অনেক বড় এবং শক্তিশালী।

- **নরেন্দ্র মোদী**, প্রধানমন্ত্রী

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'হাউডি মোদী' ইভেন্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ৫০ হাজারের বেশি ভারতীয়ের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন।

ভারত সমস্যা এড়িয়ে যাচ্ছে না। আজ, আমরা সংকটের মুখোমুখি। আজ ভারত আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়ে দিচ্ছে। ভারতের ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এখন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিকাঠামো, বিনিয়োগ এবং রফতানি সম্প্রসারণের উপর নজর রেখে বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে এমন একটি ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী
(হাউডি মোদী অনুষ্ঠানে)

২ মে, ২০২২: জার্মানির বার্লিনে ইটার অ্যাম পোস্টডামারে প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে বহু অনাবাসী ভারতীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি আজকে নিজের সম্পর্কে বা মোদী সরকার নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমি আপনার সঙ্গে কোটি কোটি ভারতীয়দের বিষয়ে কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি। আমি যখন বলি কোটি কোটি ভারতীয়, আমি বলতে চাই এই দেশে বসবাসকারী মানুষদেরও। একবিংশ শতাব্দীতে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভারত এখন জানে কোথায় যেতে হবে, কীভাবে সেখানে যেতে হবে এবং তার জন্য কত সময় লাগবে।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রবাসী ভারতীয়রা বাড়িতে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে শীর্ষে

বিশ্বব্যাংকের 'মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ' অনুসারে, ভারতীয় প্রবাসীরা তাঁদের দেশে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাঠান। ২০২১ সালের মধ্যে প্রবাসীরা ৮৭ ডলার বিলিয়ন অর্থ পাঠিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি অর্থ পাঠান, মোট প্রেরিত অর্থের ২০%। প্রবাসীরা ভারতীয়দের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টার ফলে অভিবাসী সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২২ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৯৯.৬ বিলিয়ন ডলার হবে।

৮ বছরে প্রবাসীদের অর্থনৈতিক অবদান

বছর	অর্থ
২০১৪	৭০.৪
২০১৫	৬৮.৯
২০১৬	৬২.৭
২০১৭	৬৮.৯
২০১৮	৭৯.৪
২০১৯	৮৩.৩
২০২০	৮৩.১
২০২১	৮৭.০

(পরিমাণ বিলিয়ন ডলারে।)

ভারত মরিশাসে প্রায় ৩৫৭১ কোটি টাকা, আফগানিস্তানে ১৭০৮ কোটি টাকা, নেপালে ৮৯১ কোটি টাকা এবং মায়ানমারে ৯৬৭ কোটি টাকার প্রকল্প চালাচ্ছে।

‘ব্রেন ড্রেন’ দেশের জন্য ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল কারণ বহু ভারতীয় চাকরি এবং উন্নত জীবনের সন্ধানে বিদেশে চলে যেতেন। কিন্তু আমি এবং আমার সরকারের জন্য, এই বিষয়টি ‘ব্রেন ড্রেন’ নয়, বরং ‘ব্রেন গেন’ কারণ তাঁরা আমাদের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারছেন।
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ইন ইন্ডিয়া’ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভারতীয়রা আজ ভারতীয় হিসেবে গর্বিত, প্রতি বিদেশ সফরে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথোপকথন তার প্রমাণ। কারণ নতুন ভারত ঝুঁকি নিতে, উদ্ভাবন করতে এবং তা বাস্তবায়িত করতে ইচ্ছুক। অনেক দেশের তুলনায় ভারতে উপলব্ধ ইন্টারনেট ডেটার দাম অনেক কম। রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থপ্রদানের ৪০% ভারত একাই করেছে। কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকার থেকে আনুমানিক দশ হাজার পরিষেবা অনলাইনে পাওয়া যায়।

‘ডিরেক্ট ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের’ মাধ্যমে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ‘ডিরেক্ট ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের’ মাধ্যমে ২২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সরাসরি প্রদান করা হয়েছিল। আজ, ভারতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রয়েছে। ২০১৪ সালে শুধুমাত্র দুশো থেকে চারশো স্টার্টআপ ছিল, কিন্তু আজ দেশে ৬৮ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ গড়ে উঠেছে। দেশের রফতানি সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারত সম্প্রতি ৪০০ বিলিয়ন ডলারের নতুন রফতানি রেকর্ড গড়েছে। এমন এক সময়ে যখন প্রধান দেশগুলি খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, ভারতীয় কৃষকরা বিশ্বে খাদ্য সরবরাহের জন্য এগিয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরে জার্মানি বা ডেনমার্কে অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। সর্বত্র অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নতুন ভারত, নতুন সংকল্প

ভারতের অমৃত সংকল্প আর দেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই চিন্তাগুলি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। আজ ‘স্বনির্ভর ভারত’ প্রচারাভিযান গতি লাভ করেছে, এটি বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির নতুন পথ উন্মুক্ত করবে। আজ ভারতের যোগব্যায়ামকে সারা বিশ্ব আপন করে নিয়েছে। এই যোগ পৃথিবীর সকলের জন্য ‘সরভে সন্তু নিরাময়’-এর কামনা জানায়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের মতো বিষয়েও ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।

ভারত অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, “আমাদের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র মানবতার কল্যাণ ভারতের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত। এই বিষয়টি বিশ্বের সকলকে জানাতে হবে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অমৃত মহোৎসবের অনুষ্ঠানগুলি ভারতের প্রচেষ্টা এবং ধারণাগুলি বিশ্বের অন্যান্য অংশে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে। এটি আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত! আমি বিশ্বাস করি যে এই নীতিগুলি মেনে চলার মাধ্যমে আমরাও এগিয়ে যেতে পারব। একটি নতুন ভারত গড়ুন এবং এক উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন পূরণ করুন।”

সাফল্যের পথ থেকে পুরানো ঐতিহ্য ও বাধা দূর হলে দেশ নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। মাথাপিছু ডেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত একসময় বিশ্বের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। ভারতে এখন সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের ডেটা উপলব্ধ। কোভিডের মত বিশ্ব সংকটে ভারত সারা বিশ্বকে সাহায্য করেছে, বিশ্বের অনেক দেশে ওষুধ এবং টিকা পাঠিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিশ্বের বাকি অংশকে সাহায্য করেছে। আজ, ভারত একটি প্রধান ডিজিটাল বৈশ্বিক শক্তি। কিন্তু সেই শক্তি ভারত বিশ্বের অন্য দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত যুদ্ধ সামগ্রী বা বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে।

ভারতের জনগণ দেশের নিরাপত্তার জন্য একত্রিত হয় এবং দেশ গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করে। বর্তমানে দেশের নাগরিকরা এবং সরকার দেশের উন্নয়নে ‘সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস’ এই মন্ত্রকে সঙ্গী করেছে। ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ মানে সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার, এই নীতিটি শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর ভারতও এই পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই নতুন ভারতের বর্তমানও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। প্রতিটি ভারতীয় তা তিনি ভারতে থাকুন বা বিশ্বের অন্য দেশে থাকুন, প্রত্যেকে সোনালি ভারত গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকলে মিলে সেই ভারত গঠন করা হবে, যা সকলের আশ্রয় হবে, সকলের সুস্থতার ঠিকানা হবে, শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র হবে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রভাব

দীর্ঘকাল ধরে জাপানের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক বজায় আছে, তা সে আধ্যাত্মিকতা হোক বা প্রযুক্তি হোক বা সহযোগিতা। ২৩মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাপান সফরে গিয়েছিলেন। ২৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন, ৪০ ঘণ্টার সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৩টি সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩৪টি ব্যবসায়িক সভা ছাড়াও, তিনি কোয়াড গ্রুপের মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেছেন।

কোয়াড গ্রুপ: একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলকে একটি উন্মুক্ত অঞ্চল হিসাবে নিশ্চিত করতে কোয়াড গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ২৪ মে কোয়াড গ্রুপের চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিগত বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন "এত অল্প সময়ের মধ্যে কোয়াড গ্রুপ বিশ্ব মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আজ কোয়াডের পরিধি প্রসারিত হয়েছে এবং এটি কার্যকর হয়েছে।" কোয়াড দেশগুলি এখন ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অবৈধ মাছ ধরা বন্ধ করতে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করবে। কোয়াড বৈঠকে এই প্রথম চারটি দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ফেলোশিপ ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভারতে আসুন, ভারতে যোগ দিন : প্রধানমন্ত্রী

জাপান সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সে দেশে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণও দেন। তার ভাষণে তিনি দুই দেশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং শিকাগো যাওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দের জাপান সফরের উদাহরণও দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভগবান বুদ্ধের বাণী উল্লেখ করেন। টোকিওতে একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বাস হোক বা অ্যাডভেঞ্চার, ভারত জাপানের জন্য একটি প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্র। জাপানের প্রত্যেক ভারতীয় এই প্রচেষ্টায় যোগদান করুন।"

সমৃদ্ধির জন্য আইপিইএফ-এর সাথে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য উদ্যোগ

ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর প্রসপারিটি (আইপিইএফ) এর উদ্দেশ্য হল ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোনও প্রভাব থেকে মুক্ত বাণিজ্যের অংশীদারিত্ব করা। এতে যোগ দিয়েছে ভারতও। এখন এই সংস্থায় আমেরিকা ছাড়াও আরও ১২টি সদস্য রয়েছে- অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনেই, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম।

নেপালে প্রধানমন্ত্রীর সফর

নেপাল সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবার সঙ্গে লুম্বিনিতে 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ' নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সমিতি (আইবিসি), নয়াদিল্লি দ্বারা নির্মাণ করা হবে। দুই দেশের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৫৬৬ তম বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে লুম্বিনিতে আয়োজিত উদযাপনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সফরের সময় তিনি উভয় দেশের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন, বন্ধুত্ব এবং ভগবান বুদ্ধের বাণী উল্লেখ করেছেন। ■

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ফাইভ-জি প্রযুক্তির সঙ্গে সম্ভাবনার নতুন পথ

ব্যবসা করার পথ সহজ হলে মানুষের জীবনযাত্রাও সহজ হয়, দেশের শাসনেও স্বচ্ছতা আসে। আমাদের দেশ গত ৮ বছরে প্রযুক্তির প্রসার দেখেছে। এখন ভারত দেশীয় ফোর-জি প্রযুক্তি থেকে ফাইভ-জি সুবিধার দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৭ মে দেশীয় ফাইভ-জি টেস্টবেড চালু করেছিলেন এবং ১৯ মে টেলিকম মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রথম ফাইভ-জি ব্যবহার করে ভিডিও কল করে ভারতে তথ্য বিপ্লবের একটি নতুন যুগের সূচনা করেন।

ভারতে প্রথম মোবাইল পরিষেবা শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তখন মোবাইল কলের জন্য প্রতি মিনিটের জন্য ধার্য ছিল ২৫ টাকা। ওয়ান-জি'র ওয়্যারলেস প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে যোগাযোগের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করে, টু-জি পরিষেবার মাধ্যমে প্রথমবার পরিষ্কার ভয়েস কলের সুবিধা, এসএমএস এবং মোবাইল ইন্টারনেটের চালু করা হয়েছিল। থ্রিজি পরিষেবার মাধ্যমে, ইন্টারনেট ওয়েবসাইট সার্ফিং, ভিডিও দেখা, গান শোনা এবং ই-মেইল করা সম্ভব হয়েছে এবং ফোরজি পরিষেবা তা দ্রুততর করেছে। এটি প্রযুক্তির একটি দিক মাত্র কিন্তু এখন এটি আমাদের জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা হয়ে উঠেছে যা শুধুমাত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করে তুলেছে তাই নয় বরং কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো এবং লজিস্টিকসের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিও এটির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

গত আট বছরে ভারত প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করেছে। জনধন, আধার এবং মোবাইল- এই জ্যাম ত্রয়ী শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এনেছে। দরিদ্র মানুষরা যাতে মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশেই মোবাইল ফোন তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ফলে এখন সারা দেশে মোবাইল উৎপাদন ইউনিট দুই থেকে বেড়ে ২০০ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ভারতের নিজস্ব ফাইভ-জি টেস্টবেড

এটি একটি ফাইভ-জি প্রোটোটাইপ এবং টেস্টিং প্ল্যাটফর্ম। টেস্টবেডগুলি টেলিকম শিল্প এবং স্টার্টআপগুলিকে স্থানীয়ভাবে তাদের পণ্যগুলি পরীক্ষা এবং যাচাই করতে সহায়তা করবে। এই টেস্টবেডটি স্থাপন করতে প্রায় ২২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এই সুবিধাটি পাঁচটি ভিন্ন স্থানে উপলব্ধ। ফাইভ-জি টেস্টবেডটি একটি বহু-প্রতিষ্ঠান সহযোগিতামূলক প্রকল্প হিসাবে আইআইটি মাদ্রাজের নেতৃত্বে আটটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এখন ফাইভ-জি পরিষেবার জন্য ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি থাকবে।

নিজস্ব ফাইভ-জিআই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে বলেছেন, "দেশের নিজস্ব ফাইভ-জি মান যা ফাইভ-জিআই আকারে তৈরি করা হয়েছে, তা দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এটি দেশের গ্রামে গ্রামে ফাইভ-জি প্রযুক্তি নিয়ে আসতে বড় ভূমিকা গ্রহণ করবে।" প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী যে ফাইভ-জিআইয়ের উল্লেখ করেছেন তার মানে হল ফাইভ-জি -এর ভারতীয় মান। এটি আইআইটি হায়দ্রাবাদ এবং মাদ্রাজ যৌথভাবে তৈরি করেছে। এই নেটওয়ার্ক মান ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ইউনিট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এটি নিম্ন স্পেকট্রামে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী গ্রামে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। এমতাবস্থায় এসব এলাকায় উন্নত নেটওয়ার্ক সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ফাইভ-জিআই সেই লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ।

ফাইভ-জি সুবিধাও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। অনুমান করা হচ্ছে যে আগামী দেড় দশকে ফাইভ-জি ভারতের অর্থনীতিতে ৪৫০ বিলিয়ন ডলার যোগ করবে। অর্থাৎ এতে শুধু ইন্টারনেটের গতিই বৃদ্ধি পাবে না, উন্নতি ও কর্মসংস্থানের গতিও বাড়বে। অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফাইভ-জি চালু করার জন্য সরকার এবং শিল্প উভয়েরই সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। এই দশকের শেষ নাগাদ, আমরা সিক্স-জি পরিষেবাও চালু করতে পারি। সেজন্যও আমাদের টাস্কফোর্স কাজ শুরু করেছে।
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আজ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ। মোবাইল কানেক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য লক্ষ্য ছিল যাতে ফোন এবং ডেটা ব্যয়বহুল না হয়। তাই টেলিকম বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতার প্রচার করা হয়েছিল। আজ প্রায় আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছেছে।

ফোন এবং ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় এখন আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় তা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। এটি দেশে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেছে। সারাদেশে ৪ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাই দিচ্ছে না, মানুষের জীবিকার অন্যতম পথ হয়ে উঠেছে। আজ, ভারতে ইন্টারনেট ডেটার জন্য সর্বনিম্ন গড় খরচ হয় এবং টেলিকম সেক্টরে সর্বাধিক সংখ্যক গ্রাহক রয়েছে। বর্তমানে, ভারতে এক গিগাবাইট ডেটার গড় হার প্রায় ১০ টাকা। প্রতি ব্যক্তি গড় ১৪.৩ জিবি ডেটা ব্যবহার করে। ব্রডব্যান্ড গ্রাহকের সংখ্যা ৭৯ কোটির বেশি। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৬.১ কোটির কাছাকাছি। ফোরজি'র পর দেশে এবার ফাইভ-জি পরিষেবার পালা।

এই ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এই দিকে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত দেশীয় ফাইভজি টেস্টবেড শুরু করেছে। ১৭ মে টেলিকম রেগুলেটরি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই)-এর রজত জয়ন্তী বছর উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে একবিংশ শতাব্দীর ভারতে সংযোগ দেশের অগ্রগতির গতি নির্ধারণ করবে। তাই প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে ফাইভ-জি প্রযুক্তি দেশের শাসন ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার সহজতা এবং ব্যবসা করার সহজতায়ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চলেছে। ■

ড্রোন প্রযুক্তি: ভারত হাব হয়ে উঠবে

সরকারের লক্ষ্য হল দেশকে ড্রোন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক ও নাগরিকদের স্বার্থে ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োগ করা। এই কারণেই সরকার সক্রিয়ভাবে কৃষক, ছাত্র এবং স্টার্ট-আপগুলির জন্য ড্রোন ব্যবহার করার জন্য নতুন উপায় সন্ধান করছে। ভারত ড্রোন প্রযুক্তিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ দেশ হওয়ার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ড্রোন প্রযুক্তি শুধু দেশের সমৃদ্ধিই বাড়াবে না, কর্মসংস্থানও তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের বৃহত্তম ড্রোন উৎসব 'ভারত ড্রোন মহোৎসব ২০২২'-এর উদ্বোধন করে বলেন, "এটা আমার স্বপ্ন যে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের হাতে একটি স্মার্টফোন, প্রতিটি খামারে একটি ড্রোন থাকবে এবং প্রতিটি গৃহ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।" ড্রোনগুলি শুধুমাত্র শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলে, দূরবর্তী স্থানে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাজে, বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে টিকা পৌঁছে দিতে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ড্রোনের ব্যবহার কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

"ড্রোন প্রযুক্তির প্রতি ভারতের উৎসাহ অবিশ্বাস্য। এই উদ্যম থেকে ড্রোন পরিষেবা এবং ড্রোন-ভিত্তিক শিল্পে ভারতের অসাধারণ উন্নতির ছবি ধরা পড়ে। এই ক্ষেত্র থেকে ভবিষ্যতে অনেক কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ড্রোন প্রযুক্তি পরিবর্তনের নতুন দিশা হয়ে উঠছে

- এই প্রথমবার স্বামিত্ব যোজনার অধীনে গ্রামের প্রতিটি সম্পত্তির ডিজিটাল ম্যাপিংয়ের জন্য ড্রোন ব্যবহার করে করা হচ্ছে। কেদারনাথে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে ড্রোন ব্যবহার করেন।
- ভারতে কোভিড টিকাকরণের সময় দুর্গম অঞ্চলে টিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। কৃষিকাজে ইউরিয়া স্প্রে করতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। জঙ্গলে বৃক্ষ রোপণের কাজে ড্রোনের মাধ্যমে বীজ ছড়ানো হয়েছিল।
- এই বছর বিটিং রিট্রিট উপলক্ষে এক হাজার ড্রোন দিয়ে আকাশে আলোক প্রদর্শনী করা হয়েছিল। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারত এই রকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। ভারতে শুধুমাত্র গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ড্রোন আমদানি অনুমোদিত। ■

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

জাতীয় জৈব-জ্বালানি নীতি সংশোধনের অনুমোদন, পিএসইউ বোর্ডগুলি লগ্নিকৃত সম্পত্তি থেকে টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেছে

কেন্দ্রীয় সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে 'শক্তি ক্ষেত্রে স্বাধীন' করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কারণেই সরকার জৈব জ্বালানির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানের পথ যাতে প্রশস্ত করা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জৈব জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপটি কেবল আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে তাই নয় বরং স্বনির্ভর ভারত অভিযানকেও উৎসাহিত করবে। একইসঙ্গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর পরিচালনা পর্ষদের উপর লগ্নিকৃত সম্পত্তি থেকে টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ, সহায়ক সংস্থা এবং যৌথ উদ্যোগের সমাপ্তির বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এর মাধ্যমে, শুধুমাত্র কৌশলগত বিনিয়োগ লেনদেন এবং পিএসইউ বন্ধ করার প্রক্রিয়া উন্মুক্ত হবে না, তারা উপযুক্ত সময়ে অদক্ষ উদ্যোগগুলি বন্ধ করে তাদের বিনিয়োগকে নগদীকরণ করতে সক্ষম হবে।

- **সিদ্ধান্ত:** কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০৩০ সালের মধ্যে পেট্রলে ২০% ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রধান উদ্যোগ-সহ বেশ কয়েকটি সংশোধনীর সঙ্গে জাতীয় জৈব জ্বালানী নীতি-২০১৮ অনুমোদন করেছে।

- **প্রভাব:** জাতীয় জৈব-জ্বালানি নীতিতে প্রধান সংশোধনীগুলি যা অনুমোদিত হয়েছে তা দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশের জন্য আকর্ষণ এবং সমর্থন বৃদ্ধি করবে। এর পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া প্রচারে'র পথ প্রশস্ত করবে। একই সঙ্গে জৈব-জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি পেট্রোলিয়াম আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে এবং আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। জৈব জ্বালানি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফিডস্টক অনুমোদিত হয়েছে। এই পদক্ষেপটি ভারতের স্বনির্ভর হয়ে উঠতে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে 'শক্তি ক্ষেত্রে স্বাধীন' হতে সাহায্য করবে।

- **সিদ্ধান্ত:** পিএসইউ বোর্ডগুলি লগ্নিকৃত সম্পত্তি থেকে টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেছে। যৌথ উদ্যোগে অংশীদারিত্ব বন্ধ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের কাছে সুপারিশ করার পদ্ধতি অনুমোদন করেছে।

- **প্রভাব:** সরকারের সিদ্ধান্তে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর পরিচালনা পর্ষদকে ডিসইনভেস্টমেন্ট, সাবসিডিয়ারি এবং জয়েন্ট ভেঞ্চার বন্ধ করা এবং সংখ্যালঘু বিক্রির বিষয়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

- এই প্রস্তাবটির লক্ষ্য হল 'হোল্ডিং পিএসইউ' বোর্ডগুলিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া এবং সহায়ক সংস্থা বা যৌথ উদ্যোগে তাদের বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে সময়োপযোগী সুপারিশ করা। এটি একটি উপযুক্ত সময়ে এই ধরনের সহায়ক সংস্থা বা ইউনিট এবং যৌথ উদ্যোগগুলি বন্ধ করে তাদের বিনিয়োগগুলিকে নগদীকরণ করতে সক্ষম করবে। এছাড়াও এর ফলে এটি সরকারী খাতের উদ্যোগগুলিকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করবে। ■

১০০% সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের লক্ষ্য হল দরিদ্রদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা, এবং তার জন্য সরকার অমৃত সময়ের মধ্যে ১০০% সুবিধাভোগীদের কাছে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা-সহায়তা পৌঁছে দিতে চায়। সরকার পরিষেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণের মন্ত্র নিয়ে ক্রমাগত দেশের উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে, যাতে ১৩০ কোটি মানুষের স্বপ্নের এক নতুন ভারত তৈরি করা যায়।

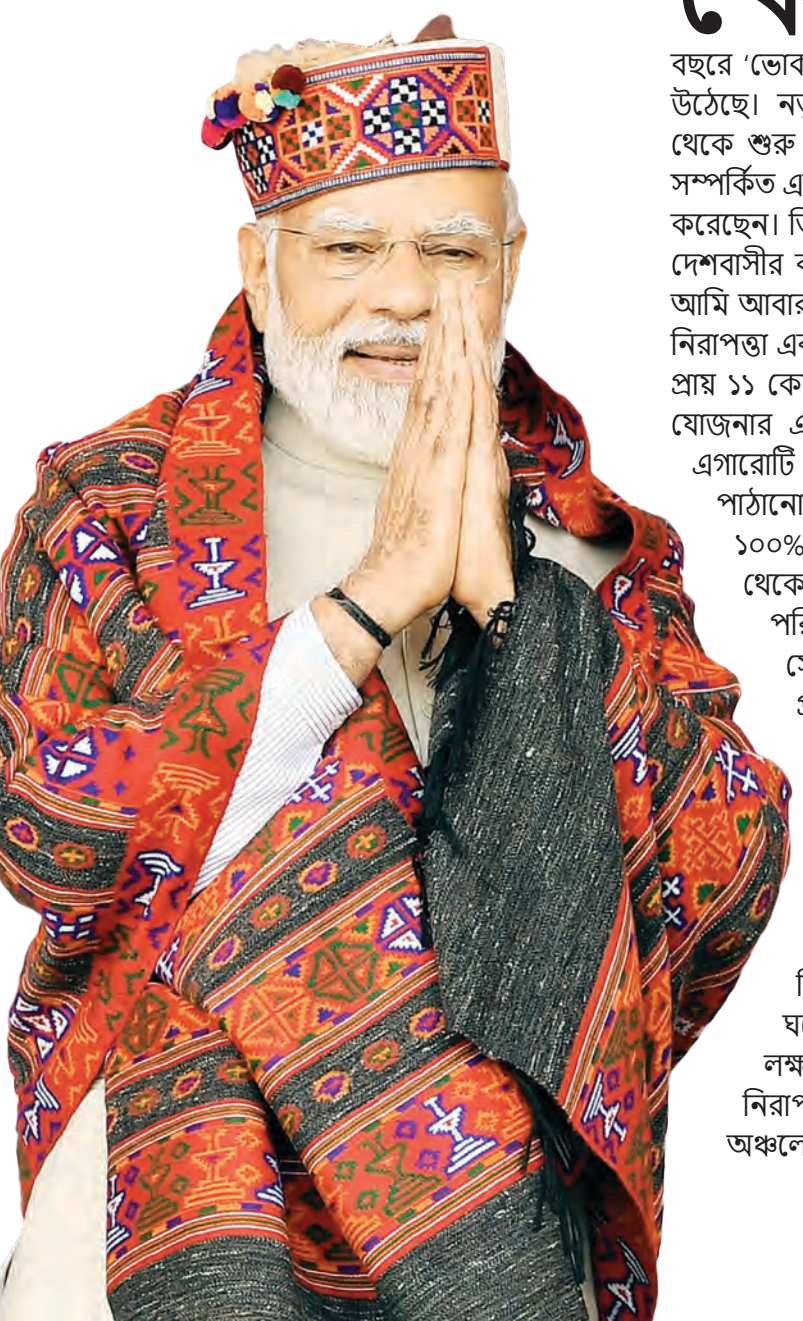

কেন্দ্রীয় সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় আয়োজিত এক জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, গত আট বছরে 'ভোকাল ফর লোকাল' এবং 'স্বনির্ভর ভারত' সরকারের মন্ত্র হয়ে উঠেছে। নতুন ভারতের সংকল্প স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের বছর থেকে শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত এক ডজন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করেছেন। তিনি তাঁর সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন, "আমার জীবন ১৩০ কোটি দেশবাসীর কল্যাণে নিবেদিত। আমাদের সরকারের আট বছর পূর্ণ হল, আমি আবারও বলছি যে আমার জীবন সর্বদা দরিদ্রতম, দরিদ্রের সম্মান, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির জন্য নিবেদিত থাকবে।" এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১১ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি কিষান সম্মান নিধি যোজনার একাদশতম কিস্তি হস্তান্তর করেছেন। দেশে এই প্রথমবার এগারোটি কিস্তিতে ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হল প্রতিটি প্রকল্পের সুফল ১০০% সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সিমলায় এই প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনি তাঁর সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেগুলোকে গণআন্দোলনে পরিণত করেছেন। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, "কোনও লক্ষ্য পূরণই ভারতীয়দের পক্ষে অসম্ভব নয়। আজ ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ।" তিনি বলেছিলেন যে আজ তিন কোটিরও বেশি দরিদ্র পাকা বাড়ি পেয়েছে, ২৫ কোটিরও বেশি লোকের দুর্ঘটনা বীমা রয়েছে এবং ৪৫ কোটি লোকের জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আজ দেশের বেশিরভাগ নাগরিক কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হচ্ছেন। নিঃসন্দেহে, ভারত অনেক দূর এগিয়েছে। এখন দেশের প্রতিটি ঘরে এলপিজি আছে, আয়ুষ্মান ভারত-এর অধীনে মানুষরা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে বাড়ি পান এবং স্বচ্ছন্দে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে চালু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। এই প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত ৩.১ কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে এক বছরে ৮০ লক্ষ নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য ৪৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ২.৫৫ কোটি এবং শহরাঞ্চলে ৫৯ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

আগে আমাদের একটা জরাজীর্ণ ঘর ছিল। বৃষ্টির সময় খুব সমস্যা হত। বাড়িতে শৌচাগার ছিল না। এখন একটি পাকা বাড়ি হয়েছে, শৌচাগারও তৈরি হয়েছে। আমি খুব খুশি। ঘর পেতে আমায় কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। স্কিমটি বিষয়ে প্রথমে টিভি চ্যানেল থেকে জানতে পারি, পরে পৌরসভার প্রতিনিধিরা জমি পরিদর্শন করে যান। তারপরই বাড়ি তৈরি হয়।

তাশি টুনডুপ, প্রাক্তন সেনাকর্মী, লাদাখ

এক দেশ, এক রেশন কার্ড

সারা দেশে যখন কোভিড সংক্রমণ শুরু হয়েছিল তখন থেকে 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড' চালু হয়েছিল। এর ফলে কার্ডধারীরা দেশের যে কোনো অঞ্চল থেকে রেশন তুলতে পারতেন। এই প্রকল্পের অধীনে ৭৭ কোটি সুবিধাভোগী রেশন পাচ্ছেন।

বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা পঙ্কজ সানি গত দশ বছর ধরে ত্রিপুরায় বসবাস করছেন। জল জীবন মিশনের মাধ্যমে তাঁর বাড়িতে এখন কলের সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে এবং সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগও পেয়েছেন। এক দেশ, এক রেশন কার্ডে'র পর রেশনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন পঙ্কজ ত্রিপুরায় এই প্রকল্পের অধীনে রেশন তুলতে পারছেন।

প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ

স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও যে সব গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছাতে পারেনি, ২০১৪ সালের পর সেই সব গৃহ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে।

উজ্জ্বলা প্রকল্প

এই প্রকল্প ২০১৬ সালের ১ মে থেকে শুরু হয়েছিল। রান্নাঘর ধোঁয়ামুক্ত হওয়ায় মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

৯.২২ কোটিরও বেশি মহিলা বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন।

একটা বাড়ি পেয়েছি, আগে আমরা মাটির ঘরে থাকতাম। এখন বাড়িতে একটি শৌচাগারও আছে। এখন বাড়ি বন্ধ করে যে কোনও জায়গায় যেতে পারি। মেয়ে বিএ পড়ছে, ছেলে ইন্টারমিডিয়েট। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিচু ক্লাসে পড়ে। এখন আমরা তাড়াতাড়ি খাবার রান্না করতে পারছি এবং সময়মতো বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য পাঠাতে পারছি।

- ললিতা দেবী, বাঁকা, বিহার

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

এই অভিযান দেশের সামাজিক অবস্থার ভোল বদলে দিয়েছিল। লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা অভিযানকে গণ আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, সারা দেশ এখন উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত (ওডিএফ) হয়ে উঠেছে। মোট ১১.৫৮ কোটি শৌচাগার নির্মিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা

এই প্রকল্পটি কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে ২০২০ সালের ২৬ মার্চ চালু হয়েছিল। এই প্রকল্পে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে ১০ কেজি অতিরিক্ত গম বা চাল ছাড়াও এক কেজি ডালও বিনামূল্যে রেশন হিসাবে দেওয়া হয়। এই প্রকল্প থেকে সবথেকে বেশি উপকৃত হয়েছেন প্রান্তিক মানুষরা। এই স্কিম না থাকলে মহামারির সময় বহু মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যেতেন।

১০০৩

লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট

৩.৪০

লক্ষ কোটি টাকা খরচ হবে।

স্বনিধি

স্বনিধি প্রকল্পের অধীনে রাস্তার পাশে বিক্রেতাদের ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে। শহরাঞ্চলের প্রায় ১.২ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। ২৯৩১ কোটি টাকার ২৯.৬ লক্ষ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষকদের ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের কৃষক এবং কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা, অটল পেনশন যোজনা চালু করেছে। কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের বছরে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয়।

এখনও পর্যন্ত ১২.৫ কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। বছরে তিনটি কিস্তিতে দুই হাজার করে টাকা দেওয়া হয়। ১১টি কিস্তিতে দুই লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে।

“সরকারি সাহায্য ও মজুরি থেকে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করতে পেরেছি। টাকা পেতে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি কৃষিকাজও করি। এখন আমারা রসুন চাষ করছি, তারপর আমরা মটরের চাষ শুরু করব। তিন কিস্তিতে ৬০০০ টাকা পেয়েছি।

-সামা দেবী, সিরমাউর, হিমাচল প্রদেশ

জল জীবন মিশন

দেশের অর্থনৈতিক- সামাজিক উন্নয়নের জন্য জল জীবন মিশন শুরু হয়েছিল। এই মিশনের উদ্দেশ্য হল ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে কলের জলের সংযোগ স্থাপন করা। এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পরে মাত্র ৩২ মাসে ৬.৩০ কোটি বাড়ি কলের সংযোগ পেয়েছে। এখন ১৯.৩২ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে, প্রায় ৯.৩৫ কোটি বাড়িতে কলের জল পাওয়া যাচ্ছে।

স্বামিত্ব স্কিম

গ্রামাঞ্চলে জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজ করে গ্রামবাসীদের জমির মালিকানা এবং আইনি মালিকানা অধিকার কার্ড প্রদান করা। ২০২২ সালের ১ মে পর্যন্ত প্রায় ১.৩৫ লক্ষ গ্রামে ড্রোন ফ্লাইট এবং ম্যাপিংয়ের প্রাথমিক কাজ করা হয়েছে। ৩১ হাজার গ্রামে ৩৬ লক্ষের বেশি সম্পত্তি কার্ড তৈরি করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত

ভারতে স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করার জন্য সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুরু করেছে। এই স্কিমের অধীনে ১০ কোটিরও বেশি পরিবার বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন।

এখনও পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে **১৮** কোটি সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

৩.৪৪ কোটিরও বেশি মানুষ এই স্কিমের অধীনে প্রথমবার চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

“আগে সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। মা অনেক কষ্ট করতেন। বাড়ির কাছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন আমরা বিনামূল্যে পরীক্ষা এবং ওষুধ পাচ্ছি। আমাদের মাও সুস্থ আছেন। এর জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

- সন্তোষী, কালাবুর্গি, কর্ণাটক

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা

নারীর উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্য মুদ্রা যোজনা ২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল শুরু হয়েছিল। এই স্কিমটির প্রভাবের উপর একটি জাতীয় সমীক্ষা করা হয়, তা অনুসারে এটি ২০১৫ এবং ২০১৮ সালের মধ্যে আরও ১.১২ কোটি চাকরি তৈরি করতে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে ৬৮.৯২ লক্ষ মহিলাদের (৬২%) নিয়োগ করা হয়েছে।

মণ্ডপ নির্মাণের কাজ করতাম। ৭.২০ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছিলাম। আগে আমরা ছোটখাটো ব্যবসা করতাম, কিন্তু ঋণ পাওয়ার পর ব্যবসা বাড়িয়েছি। আগে ৮ জনকে চাকরি দিয়েছিলাম, এখন ১২ জন কাজ করছে আমার সঙ্গে। আমরা সব লেনদেন ডিজিটালভাবে করি। করোনার সময় যাদের প্রয়োজন ছিল তাঁদের খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছি। আমার আয় বেশি, তাই আমরা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের দাবি করিনি, তবে অন্যদের এটি পেতে সাহায্য করেছি।

- অরবিন্দ, মেহসানা, গুজরাত

একটি অনন্য কর্মসূচি

কেন্দ্রীয় সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে সিমলায় 'গরিব কল্যাণ সম্মেলন' স্মরণে একটি অনন্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে রাজ্যের রাজধানী, জেলা সদর এবং সারা দেশে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মানুষরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সারাদেশের দেড় হাজারের বেশি স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনটি সারাদেশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে জনমত তৈরির প্রয়াস এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার একটি সুযোগ হয়ে ওঠে। এই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধানসভার সদস্য এবং অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের নয়টি মন্ত্রক ও বিভাগ সম্পর্কিত এক ডজন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

জাতীয় পুষ্টি মিশন

দেশে স্বচ্ছতা এবং জল মিশনের সঙ্গে সঙ্গে অপুষ্টি প্রতিরোধেও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা এবং ২০১৮ সালে জাতীয় পুষ্টি মিশন চালু হয়েছিল। এর আওতায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিরাপদ প্রসবের জন্য এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদানের জন্য ৫ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে।

জন ঔষধি প্রকল্প

জেনেরিক ওষুধ এখানে ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ সস্তা। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে ৮৭০০ টিরও বেশি জনঔষধি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ল্যাব রিএজেন্ট ব্যতীত, এই স্কিমের মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ২৫০টি অস্ত্রোপচারের সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে জাতীয় অপরিহার্য ওষুধের তালিকার সমস্ত ওষুধ রয়েছে। প্রতি মাসে প্রায় ১.২৫ কোটি মানুষ ওষুধ কেনেন।

চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা ও জীবন বিমার সুবিধা পেয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। ৬০ বছর বয়সের পরে কোটি কোটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট পেনশন ব্যবস্থা পেয়েছে। একটি পাকা বাড়ি, শৌচাগার, গ্যাসের সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, জলের সংযোগ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার জন্য দরিদ্র মানুষদের আগে সরকারি অফিসে অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করতে হতো। তাঁরা হাল ছেড়ে দিতেন। আমাদের সরকার এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করেছে। আমার স্বপ্ন পরিপূর্ণ হয়েছে। আসুন নাগরিকদের কাছে প্রকল্পের ১০০% সুবিধা পৌঁছে দিই।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

গরিব কল্যাণের জন্য সমবায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৮ মে তাঁর নিজ রাজ্য গুজরাতে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই যাত্রা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার দুই দিন পরেই কেন্দ্রীয় সরকার সুশাসনের আট বছর পূর্ণ করছে। প্রধানমন্ত্রী দেশে প্রথম সমবায় মন্ত্রক গড়ে তুলেছেন। গান্ধী নগরে সমবায় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে তিনি 'সমবায় থেকে সমৃদ্ধি' বিষয়ে ভাষণ দেন। কলোলে নির্মিত ন্যানো ইউরিয়া প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন এবং রাজকোটের আটকোটে নবনির্মিত মাতুশ্রী কেডিপি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ভারত অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। এবং স্বনির্ভরতার একটি বড় মডেল হল- সমবায়। 'সমবায় থেকে সমৃদ্ধির' রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠন করেননি, এই মন্ত্রকের দায়িত্বও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকে অর্পণ করেছিলেন। সমবায়ের সবচেয়ে বড় শক্তি হল জনগণের আস্থা, সহযোগিতা এবং সকলের শক্তির মাধ্যমে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা। এটিই অমৃত কালের যুগে ভারতের সাফল্যের পরিচায়ক।

সমবায়ের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার অনেক মডেল রয়েছে, যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল আমুল ইন্ডিয়া এবং গুজরাটের লিজ্জাত পাপড়। আমুল দুধ গুজরাতের সমবায়ের সাফল্যের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। একইভাবে, গুজরাতি বংশোদ্ভূত এক মহিলা লিজ্জাত পাঁপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন যা আজ মাল্টিব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যশবন্তীবেন জামনাদাস পোপাটকে ২০২১ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। যেসব মহিলারা লিজ্জত পাঁপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যশবন্তী। ৯০ বছরের বয়সি যশবন্তী এখন মুম্বাইয়ে বসবাস করেন।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদক এবং গুজরাতের এতে প্রধান ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে ভারত বছরে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার দুধ উৎপাদন করে। এখানে নারীরা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার দুগ্ধ সমবায় সমিতি চালান। একইভাবে, পশুপালনের থেকে প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা আয় হয় যা ভারতের ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক এবং শ্রমিকদের জন্য বড় সহায়ক হয়ে ওঠে। দুগ্ধ সমবায়কে শক্তিশালী করার জন্য, সরকার সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত কর কমানোর পাশাপাশি এটিকে কৃষক উৎপাদক ইউনিয়নের সমান

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মধ্যবিত্তদের ক্ষমতায়ন করা হবে

প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদী গত ২৮ মে, রাজকোটের আটকোটে নবনির্মিত মাতুশ্রী কেডিপি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এই হাসপাতালটি শ্রী প্যাটেল সেবা সমাজ দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সরকার গত আট বছরে দরিদ্রদের সেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। 'সবকা সাথ- সবকা বিকাশ- সবকা বিশ্বাস- সবকা প্রয়াস' মন্ত্র দেশের উন্নয়নে গতি দিয়েছে।" দেশীয় সমাধানের মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে মহাত্মা গান্ধীর পথে অগ্রসর হয়ে ৩ কোটিরও বেশি পরিবার পাকা ঘর পেয়েছে, ১০ কোটিরও বেশি পরিবারে উন্মুক্ত স্থানে শৌচ কর্ম বন্ধ হয়েছে এবং আড়াই কোটিরও বেশি পরিবারের অধীনে ৯ কোটিরও বেশি মহিলা গ্যাস সংযোগ পেয়েছে। ২.৫ কোটির বেশি পরিবার বিদ্যুৎ এবং ৬ কোটিরও বেশি পরিবার জলের সংযোগ পেয়েছে এবং ৫০ কোটিরও বেশি সুবিধাভোগী বিনামূল্যে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, এগুলো শুধু পরিসংখ্যান নয়, দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সরকারের নিষ্ঠা ও দেশের সেবার প্রমাণ। সরকার নাগরিকদের কাছে শতভাগ মৌলিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকারের প্রচেষ্টাই হল দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের ক্ষমতায়ন করা, তাঁদের জীবনযাত্রা সহজ করা। ২০০১ সালে গুজরাতে মাত্র নয়টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, এখন গুজরাতে ৩০টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দিনগুলি স্মরণ করে বলেন, "আমি গুজরাত এবং দেশের প্রতিটি জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ দেখতে চাই। আমরা নিয়ম পরিবর্তন করেছি এবং এখন মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় এই দুটি বিষয় পড়তে পারবেন।"

"শ্রদ্ধেয় বাপু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই পূণ্যভূমির 'সংস্কৃতি' এটাই যে গত আট বছরে আমি ভুল করেও কোন অবাঞ্ছিত কাজ হতে দিইনি এবং আমি নিজেও এমন কিছু করিনি যার জন্য আপনাকে বা দেশের অন্য কোনও নাগরিককে লজ্জায় মাথা নিচু করতে হয়।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

করে তুলেছে।

সারের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে আরেক ধাপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইফকো কালোলে ১৭৫ কোটি টাকার ন্যানো-ইউরিয়া (তরল) প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেছেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "এখন একটি বোতলে এক বস্তা ইউরিয়ার শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ আধা লিটারের ন্যানো ইউরিয়ার বোতল এক বস্তা ইউরিয়ার চাহিদা পূরণ করবে। এতে খরচ কম হবে এবং বাজার থেকে বাড়িতে জিনিস নিয়ে আনাও সহজ হবে। এটি ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উপকারী হবে।" এই প্ল্যান্টটি প্রতিদিন ৫০০ মিলি লিটারের প্রায় ১.৫ লক্ষ বোতল উৎপাদন করবে, ভবিষ্যতে আরও আটটি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। ইউরিয়ার জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। ভবিষ্যতে, এই উদ্ভাবন অন্যান্য ধরনের ন্যানো-সার উৎপন্ন করবে।

সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে। এই পদক্ষেপটি এই অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ভারত সারের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবহারকারী দেশ এবং উৎপাদনের দিক থেকে তৃতীয়। আমরা আমাদের চাহিদার এক-চতুর্থাংশ সার আমদানি করেছি। প্রায় ১০০% পটাশ ও ফসফেট বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। যাতে ভারতের কৃষকরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয় তাই গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার সারের জন্য এক লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। কৃষকদের এই ত্রাণ চলতি বছর ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হতে চলেছে। ■

আট বছরে তামিলনাড়ুতে এক লক্ষ কোটি টাকার ইনফ্রা প্রকল্প

“পরিকাঠামো শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, এটি দেশের উন্নয়নের ভিত্তি”

পরিকাঠামোর জন্য ভারতের শীর্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কী? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় তা স্পষ্ট। এ কারণে দেশের অবকাঠামো শক্তিশালী করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করছে। আগে যে অবকাঠামোর কথা ভাবা হতো বর্তমান সরকার তার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। অবকাঠামো বলতে শুধুমাত্র রাস্তা, বিদ্যুৎ এবং জল বোঝায় না; দেশে বর্তমানে ভারতের গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য কাজ চলছে। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামকে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের পরিকাঠামোর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ মে চেন্নাইয়ে ৩১,৫৩০ কোটি টাকার এগারোটি বড় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সম্পূর্ণ অংশ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন বলতে মূলধন সম্পদ তৈরি এবং দীর্ঘদিন ধরে আয় উপার্জনের একটি উপায় বোঝায় না। অবকাঠামোগত উন্নয়ন হল একটি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে নাগরিকদের উচ্চ মানের, নির্ভরযোগ্য এবং সুস্থায়ী পরিষেবা প্রদান করা। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় গত আট বছরে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই তামিলনাড়ুতে অনুমোদন করেছে। চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরু-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে-সহ উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল দরিদ্রদের কল্যাণ সাধন করা। সামাজিক অবকাঠামোর উপর আমাদের নীতি 'সর্বজন হিতয় এবং সর্বজন সুখে' এই ধারণার প্রতিফলন ঘটায়। সরকার প্রধান প্রকল্পগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করার জন্য কাজ করছে। যে কোনও ক্ষেত্র নিন, শৌচাগার, আবাসন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি - আমরা পরিপূর্ণতার দিকে কাজ করছি। এর সুবিধা থেকে কেউ বাদ পড়বেন না।"

পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন; ছয়টি প্রকল্প সহ পাঁচটি রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী ২৯৬০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। ৭৫ কিমি দীর্ঘ মাদুরাই-তেনি (রেল গেজ রূপান্তর) প্রকল্প, যা এই অঞ্চলে যান চলাচল দ্রুত করবে এবং পর্যটনের বিকাশ করবে। তাম্বারাম এবং চেঙ্গলপাট্টুর মধ্যে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ তৃতীয় রেললাইন আরও শহরতলির মধ্যে ট্রেন পরিষেবা চালাতে সাহায্য করবে। ইটিবি পিএনএমটি প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের ১১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এন্নোর চেঙ্গলপাট্টু অংশ এবং ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ তিরুভাল্লুর ব্যাঙ্গালোর অংশ তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্পগুলিতে, গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকে সহজ করবে। শহুরে আবাসন প্রকল্পের অধীনে, চেন্নাই লাইট হাউস প্রকল্পের ১১৫২টি বাড়ির উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছয়টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যেগুলি নির্মাণে ২৮,৫৪০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় হবে। চেন্নাই এগমোর, রামেশ্বরম, মাদুরাই, কাটপাডি এবং কন্যাকুমারী-সহ পাঁচটি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য খরচ হবে ১৮৮ কোটি টাকা। তিনি চেন্নাইয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার মাল্টি-মডেল লজিস্টিক পার্কের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই পার্ক নির্মাণে খরচ হবে ১৪৩০ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন এবং সহজ মাল্টি মডেল মাল পরিবহন সহ আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। ■

'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস'-এর সমাবর্তন

ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে দেশের লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "ভারত কীভাবে অনেক নীতি বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা প্রায়শই ভারতীয় সমাধানগুলিকে বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়িত হতে দেখতে পাই। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমি আপনাদের একটা কথাই বলতে চাই আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিকে দেশের লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করুন।"

প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদে 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেসে'র ২০ বছর পূর্তি এবং পিজিপি ক্লাসের সমাবর্তনে জাতির স্বার্থে ভবিষ্যতের ব্যবসায়ী নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। তিনি বলেন "আপনারা আপনাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিকে দেশের লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করুন। আপনি যাই শিখুন না কেন, আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন না কেন, আপনি যে উদ্যোগই গ্রহণ করুন না কেন, আপনার সর্বদা বিবেচনা করা উচিত যে কীভাবে দেশের উপকার করা যায়। দেশে ব্যবসা করার পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে; এক হাজারেরও বেশি পুরানো আইন বাতিল করা হয়েছে; এক দেশ-এক কর স্বচ্ছ ব্যবস্থা যেমন জিএসটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা; নতুন স্টার্ট আপ নীতি; ড্রোন নীতি; জাতীয় শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে, এই পরিবর্তনগুলি দেশের শক্তিতে পরিণত হয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "গত আট বছরে দেশের সংকল্পের ফলে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আমলাতন্ত্র এখন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের কাজে নিয়োজিত। ব্যবস্থা একই কিন্তু ফলাফল এখন অনেক ভাল। গত আট বছরে অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস জনগণের অংশগ্রহণ। দেশের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সংস্কারকে ত্বরান্বিত করছে। জনগণ যখন একত্রে কাজ করবে, ফলাফল শীঘ্রই স্পষ্ট হবে। অর্থাৎ, সরকার সংস্কার করবে, আমলাতন্ত্র কার্য সম্পাদন করে এবং জনগণের সহযোগিতায় সেই কার্যের রূপান্তর ঘটে। এটিকে গতিবিদ্যা বলা হয়। এটাই আপনাদের গবেষণার বিষয়। দেশের প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উচিৎ তাদের ফলাফল বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।"

ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্য বৃদ্ধি

প্রযুক্তি হোক, রফতানি হোক, চিকিৎসা ক্ষেত্র হোক বা সাহিত্য ও অর্থনীতি... ভারতের প্রভাব এখন সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাচ্ছে... ক্রীড়াক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন দৃশ্যমান। কয়েকটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বাদে এখন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা প্রতিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভাল ফল করছেন। একসময় ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা শুধুমাত্র ঘরের মাঠেই ভাল ফল করতেন, কিন্তু বিদেশ সফল হতে পারতেন না। ৭৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারত থমাস কাপ জিতেছে, ডেফ অলিম্পিক্সে সেরা প্রদর্শনী করেছে এবং ২৫ বছর বয়সি নিখাত জারিন বিশ্ব বক্সিংয়ে সোনা জিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায়, "খেলাধুলার প্রতি এই আবেগ আমাদের দেশের উন্নতির জন্য নতুন দরজা খুলে দেবে।"

ভারতের যুব ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডের লর্ডসে প্রথমবার ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করে। এই জয়টিও ভারত তথা ক্রিকেট বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল কারণ ভারতের কোনো ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ ভারতীয় দলের থেকে এমন অসাধারণ পারফরম্যান্স কল্পনাও করেননি। কিন্তু, ভারত জিতেছে এবং তারপর থেকে ক্রিকেট মাঠে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। এখন অন্যান্য খেলাধুলারও প্রসারের চেষ্টা চলছে, যেগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, ভারত অনেক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত ফল করছে। ভারতের ব্যাডমিন্টন দল ৭৩ বছরে এই প্রথমবার থমাস কাপ পুরস্কার জিতেছে।

অন্যদিকে ১-১৫ মে পর্যন্ত ব্রাজিলের ক্যাসিয়াস দো সলে অনুষ্ঠিত ডেফ অলিম্পিক্সে ভারতীয় খেলোয়াড়রা সর্বমোট ষোলটি পদক জিতেছে। এর মধ্যে রয়েছে আটটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য ও সাতটি ব্রোঞ্জ পদক। একইভাবে ১৯ মে ভারতের নিখাত জারিন স্বর্ণপদক জিতেছে, মনীষা মঈন এবং পারভিন হুদা তুরস্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

থমাস কাপ বিজয় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি অনুপ্রেরণা

৭৩ বছরে এই প্রথম থমাস কাপ জয় করেছে ভারত। ভারত ব্যাডমিন্টনে বিশ্বের সেরা দল ইন্দোনেশিয়াকে ফাইনাল ম্যাচে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছিল। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত থমাস কাপ টুর্নামেন্টে মাত্র ছয়টি দেশ শিরোপা জিতেছে। ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে সফল দল, তারা চোদ্দবার জিতেছে। চিন ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতা অংশ নেয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা দশবার জয়ী হয়েছে। মালয়েশিয়া পাঁচবার জয়ী হয়েছে। ডেনমার্ক, ভারত ও জাপান একবার করে জিতেছে। ভারতীয় দলের জয়ের পরই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খেলোয়াড়দের ডেকে অভিনন্দন জানান এবং ২২ মে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বিজয়ী দলকে আমন্ত্রণ জানান। খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই দলটি থমাস কাপ জিতে দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করেছে। দীর্ঘ সাত দশকের প্রতীক্ষার অবসান হলো অবশেষে। যে কেউ ব্যাডমিন্টন বোঝে সে নিশ্চয়ই এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্ন আপনারা পূরণ করেছেন। এই ধরনের সাফল্য দেশের সমগ্র ক্রীড়া ব্যবস্থাকে অনুপ্রেরণা এবং আত্মবিশ্বাস যোগায়। এখন ভারতকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। আপনার জয় অনেক প্রজন্মকে খেলাধুলা করতে অনুপ্রাণিত করছে।" উবের কাপে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা মহিলা ব্যাডমিন্টন দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের মহিলা দল বারবার তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে; এটা সময়ের ব্যাপার, যদি এবার না হয়, পরের বার আমরা অবশ্যই জিতব।"

ডেফ অলিম্পিক্সের ইতিহাসে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স

বধিরদের অলিম্পিকে ভারত ষোলটি পদক জিতে পদক তালিকায় নবম স্থান অধিকার করে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ধনুশ শ্রীকান্ত, অভিনব দেশওয়াল, ব্যাডমিন্টন মিক্সড টিম ইভেন্টে, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে মিশ্র দল ধনুশ শ্রীকান্ত এবং প্রিয়াশা দেশমুখ, ব্যাডমিন্টন সিঙ্গেলে জার্লিন জয়ারাচাঙ্গান, মহিলাদের গলফে দীক্ষা ডাগর, ব্যাডমিন্টন মিক্সড ডাবলসে জার্লিন জয়ারাচাঙ্গান এবং অভিনব শর্মা, এবং কুস্তিতে সুমিত দাহিয়া স্বর্ণপদক জিতেছেন। পৃথ্বী শেখর এবং ধনঞ্জয় দুবে রৌপ্য জিতেছেন, আর শৌর্য সাইনি, বেদিকা শর্মা, পৃথ্বী শেখর, জাফরিন শেখ, বীরেন্দ্র সিং এবং অমিত কৃষ্ণ ব্রোঞ্জ জিতেছেন। এর আগে ডেফ অলিম্পিক্সে ভারতের শেষ সেরা পারফরম্যান্স ছিল ১৯৯৩ সালে যখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা মোট সাতটি পদক জিতেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি স্বর্ণ ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। তাঁর বাসভবনে এই ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে আলাপের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "যখন কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আন্তর্জাতিক খেলায় পারদর্শী হয়, তখন তাঁদের কৃতিত্ব ক্রীড়া জগতের বাইরেও অনুরণিত হয়। এটি দেশের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায় এবং একই সঙ্গে এটি তাঁদের অসামান্য প্রতিভার প্রতি সমস্ত দেশবাসীর সংবেদনশীলতা, অনুভূতি এবং সম্মান প্রদর্শন করে। যে কারণে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গঠনে আপনাদের অবদান অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় অনেক বেশি। এই চেতনা আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য নতুন পথ উন্মুক্ত করবে। এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে।" প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতার সময় শ্যুটার ধনুশ বলেছিলেন যে 'খেলো ইন্ডিয়া' তৃণমূল স্তরে অনেক ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করছে। ■

মহিলাদের বক্সিংয়ে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

"কীভাবে ওরা আমাকে এত মারল? আমি পরের বার এর উত্তর দেব।"

ভারতীয় বক্সার নিখাত জারিন ১২ বছর বয়সে এই কথা বলেছিলেন যখন তিনি প্রথমবার বক্সিং রিংয়ে নেমেছিলেন। তখন তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। চোখের নিচে কালো দাগ হয়ে গিয়েছিল, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। এই ম্যাচের পর আহত নিখাতকে দেখে তাঁর মায়ের চোখে ভিজে গিয়েছিল, তবে প্রথম দিনে পরাজয়কে কখনোই হালকাভাবে নেননি নিখাত। তাঁর এই মনোভাবই তাঁকে ২০২২ সালের ২০ মে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত মহিলা বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিততে সাহায্য করেছিল। নিখাত জারিনের নাম মেরি কম, সরিতা দেবী, জেনি আরএল, এবং লেখ কেসি-সহ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় বক্সারদের সোনালি তালিকায় যুক্ত হল। নিখাতের এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পিএম স্বনিধি
স্বল্প সুদে ঋণ দরিদ্রদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে

দেশের প্রতিটি নাগরিককে ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকার জনবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন যাতে সমাজের প্রান্তিক মানুষরাও সরকারের সকল পরিকল্পনার সুবিধা পান। এখন 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ-সবকা বিশ্বাস-সবকা প্রয়াস'-এই মন্ত্রের উপর জোর দিয়ে প্রতিটি বিভাগের জন্যই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। এইরকম একটি প্রকল্প হল পিএম স্বনিধি, যা অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেয়। এই প্রকল্প দরিদ্রদের শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করছে।

আমাদের দেশে ফেরিওয়ালা ও হকারদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কথা আগে ভাবা হয়নি। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্বাভাবিক তাঁদের মহাজনদের থেকে ধার নিতে হত, উপার্জিত অর্থ মহাজনদের সুদ মেটাতেই শেষ হয়ে যেত। ২০২০ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা চালু করা হয়েছিল যাতে এই পেশার মানুষরা নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে পারেন, সহজে পুঁজি পেতে পারেন।

দেশের ছোট এবং বড় শহরগুলিতে ৩২ লক্ষেরও বেশি ফেরিওয়ালাকে এই প্রকল্পের আওতায় সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১.৪৫ লক্ষ সুবিধাভোগী যারা প্রকল্পের অধীনে ঋণ নিয়েছেন তাঁরা কিস্তিতে এই অর্থ ফেরত দিয়েছেন এবং ২০ হাজার টাকার ঋণ পাওয়ার যোগ্য হয়েছেন। এমন সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ রয়েছেন যারা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণের দ্বিতীয় কিস্তিও নিয়েছেন। এখন তাঁরা ডিজিটাল লেনদেনে নগদ ফেরত পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "আমাদের দেশের ফেরিওয়ালারা বিনা সুদে ব্যবসার জন্য এত অর্থ পাচ্ছেন আমি নিশ্চিত যে তাঁরা উন্নতি করবেন, সন্তানদের শিক্ষার দিকে তাঁরা মনোযোগ দিতে পারবেন। ভাল মানের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। তাঁরা তাঁদের ব্যবসার পরিধি বাড়াতে পারবেন। শহরের মানুষরা ভাল পরিষেবা পাবেন।"

২০২২ সালের ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কোনও জামানত ছাড়াই ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাস্তার ফেরিওয়ালাদের সস্তা ঋণের প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের অধীনে ঋণ দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা

স্বনিধি থেকে সমৃদ্ধি

- কোভিড-১৯ মহামারির সময় বহু মানুষের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিএম-স্বনিধি যোজনার উদ্দেশ্য হল যারা ফুটপাতে পণ্য বিক্রি করেন, বা পথে পথে জিনিসপত্র ফেরি করেন তাঁদের কম সুদের হারে এবং সহজ শর্তে বিনামূল্যে ঋণের সুবিধা প্রদান করা।
- প্রথমবার দশ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করলে দ্বিতীয় কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় কিস্তিতে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।
- প্রতি তিন মাসে ৭% বার্ষিক হারে সুদের ভর্তুকি আকারে প্রণোদনা দেওয়া হয়।
- ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহিত করতে মাসে ১০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক এবং বার্ষিক ১২০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক দেওয়া হয়।

হয়েছে, যার পরে মোট পরিমাণ বেড়ে ৮,১০০ কোটি টাকা হয়েছে। এখন, রাস্তার বিক্রেতারা সহজে কার্যকরী মূলধন পাবেন যাতে তাঁরা তাঁদের ব্যবসা প্রসারিত করতে পারেন এবং স্বনির্ভর হতে পারেন। প্রায় ১.২ কোটি মানুষ এর থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনাকে প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে সহজ করা হয়েছে। কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই কমন সার্ভিস সেন্টার, স্থানীয় সরকারি কেন্দ্র বা ব্যাঙ্কে গিয়ে এই কাজ করা যেতে পারে। সময়মতো ঋণ পরিশোধ এবং ডিজিটাল পেমেন্ট করে তাঁরা ৭ শতাংশ সুদের ভর্তুকি পেতে পারেন। এছাড়াও 'স্বনিধি থেকে সমৃদ্ধি' কর্মসূচিটিকে ভারত সরকারের আটটি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাতে ফেরিওয়ালাদের জীবন সহজ হয়। এই প্রথম লক্ষ লক্ষ ফেরিওয়ালারা সত্যিকার অর্থে দেশের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, দেশের প্রকল্পগুলির সুফল পাচ্ছেন। স্বনিধি যোজনা স্ব-কর্মসংস্থান থেকে স্বনির্ভরতা এবং আত্মসম্মান অর্জনের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সুবিধাভোগীরা জানিয়েছে যে এটি সরকারের কাছ থেকে একটি সময়োপযোগী সাহায্য ছিল

"লকডাউনের কারণে আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। আমার স্বামী গাড়ি সারাতেন। যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব খরচ হয়ে গিয়েছিল, আমাদের কাছে কোনও অর্থ অবশিষ্ট ছিল না। এই স্কিম সম্পর্কে জানতে পেরে আমরা অনলাইনে আবেদন করি। আমার স্বাক্ষর চাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ফোন করেছিল, তারপর আমরা ১০ হাজার টাকা ঋণ পাই। তাও শোধ করেছি, এখন ২০ হাজার টাকা ঋণও পেয়েছি। এখন ক্রেতারা আমার কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা পাঠায়, তা সরাসরি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যায়।

- নাজমিন, মধ্যপ্রদেশ

"আমি খই, ছোলা, বাদাম বিক্রি করি। ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এখন দেড় গুণ বেশি ছোলা ও চিনাবাদাম কিনেছি। আগে আমাকে কাঁচামাল কিনতে বারবার বাজারে যেতে হতো, এখন একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনতে পারি। এখন প্রতিদিনের পরিবর্তে সপ্তাহে একবার বাজারে যাই।

-বিজয় বাহাদুর, লখনউ

পরিকল্পনাটি এভাবেই এগিয়েছে

- ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১১৩.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা সংশোধিত করে ৩০০ কোটি টাকায় বাড়ানো হয়েছিল।
- চলতি অর্থবছর ২০২২-২৩ সালে ১৫০ কোটি টাকার বিধান দেওয়া হয়েছে, যদিও প্রয়োজন অনুযায়ী, বাজেট সংশোধন করা যাবে।
- মন্ত্রিসভা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। সাশ্রয়ী ঋণের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ৮১০০ কোটি টাকা যার থেকে আনুমানিক ১.২ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন।
- প্রকল্পের অধীনে ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৩১.৯ লক্ষ ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, যেখানে ২৯৩১ কোটি টাকার ২৯.৬ লক্ষ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- সুবিধাভোগী ফেরিওয়ালারা ১৩.৫ কোটিরও বেশি ডিজিটাল লেনদেন করেছে যার উপর তাঁরা দশ কোটি টাকা ক্যাশব্যাকও পেয়েছেন।
- ভর্তুকির সুদ হিসাবে ৫১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

ফেরিওয়ালারা শুধুমাত্র সাপ্তাহিক বাজারের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে তাই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। মাইক্রো অর্থনীতিতেও তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁরাই দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিলেন। এখন প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা সেই সকল অবহেলিত ফেরিওয়ালাদের জীবনে আশার আলো নিয়ে এসেছে। তাঁরা ঋণ পাচ্ছেন, ডিজিটাল লেনদেন করছেন। ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে!

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

‘স্বনিধি থেকে সমৃদ্ধি’র মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষরাও সুবিধা পেয়েছেন

- প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনার সুবিধাভোগী এবং তাঁদের পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভারত সরকার আটটি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে একে যুক্ত করেছে।
- প্রায় ৩৫ লক্ষ ফেরিওয়ালা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।
- আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক ২০২১ সালের ৪ জানুয়ারি ১২৫টি নির্বাচিত শহুরে স্থানীয় সংস্থায় পিএম স্বনিধি যোজনার অধীনে ‘স্বনিধি সে সমৃদ্ধি’ কর্মসূচি চালু করেছে।
- ‘স্বনিধি সে সমৃদ্ধি’ প্রকল্পটি ফেরিওয়ালাদের সর্বাত্মক উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনার অধীনে ১৬ লক্ষ বিমা সুবিধা, প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনার অধীনে ২.৭ লক্ষ পেনশন সুবিধা এবং ২২.৫ লক্ষ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

‘স্বনিধি সে সমৃদ্ধি’-এর অধীনে এই আটটি প্রকল্পের সুবিধা

- প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা
- প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা
- প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা
- বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারস (নিয়ন্ত্রণ ও চাকরির শর্তাবলী) আইন (বিওসিডব্লিউ) এর অধীনে নিবন্ধন
- প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা
- ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট পোর্টেবিলিটি বেনিফিট ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড
- প্রধানমন্ত্রী জননী সুরক্ষা যোজনা
- প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা।

- ২০২২-২৩ সালে ২০ লক্ষ পরিকল্পনা অনুমোদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। এর সাফল্য দেখে ২৮ লক্ষ ফেরিওয়ালা এবং তাঁদের পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে স্কিমটি দেশের অতিরিক্ত ১২৬টি শহরে প্রসারিত করা হয়েছে। ■

ভারত আজ বিশ্বের 'নতুন আশা'

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে ভারত বিশ্বের বহু দেশে টিকা এবং ওষুধ সরবরাহ করেছে, দুই দেশের সংঘাতের মধ্যে বহু দেশের নাগরিকদের উদ্ধার করে এনে ভারত বিশ্ব শান্তির জন্য বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে, আজকের বিশ্বের 'নতুন আশা' হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, আজ জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কাজ করার পদ্ধতি এবং সমাজের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়েছে এবং সফ্টওয়্যার থেকে মহাকাশে ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি নতুন সফলতা অর্জন করেছে। আজ যেখানেই সংকট ভারত সেখানেই আশা নিয়ে উপস্থিত, যেখানেই সমস্যা, সেখানেই ভারত প্রতিটি সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছে।

আজ ভারত একটি নতুন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত। দেশের এই সাফল্য আমাদের তরুণদের সম্ভাবনার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ভারত গঠনে যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এবং সে কারণেই তিনি সমাজের প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে চরিত্র গঠনের উপর জোর দেন। গুজরাতের ভাদোদরায় শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দির দ্বারা আয়োজিত যুব শিবিরে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি নিশ্চিত যে আমার তরুণ বন্ধুরা যখন এই শিবির ছেড়ে যাবেন তখন তাঁরা অন্তরে নতুন শক্তি অনুভব করবেন। আপনি নতুন স্বচ্ছতা এবং চেতনা অনুভব করবেন।" শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দিরের দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে শুধুমাত্র আদর্শ 'সংস্কৃতি'র বোধ জাগিয়ে তুলছে না, বরং সেগুলি সমাজ তথা দেশ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করছে। এমন পরিস্থিতিতে, এই জাতীয় শিবিরে আগত যুবকদের এক নতুন ভারত গঠন করা উচিত, যেখানে তাঁদের দূরদর্শী ভাবনাও থাকবে আবার দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যও থাকবে। এক নতুন ভারত, যা ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যায়, নতুন চিন্তাভাবনা এবং পুরানো সংস্কৃতি উভয়কে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায়। তাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে দিকনির্দেশনা দেয়। দেশের কল্যাণ, দশের কল্যাণের মধ্যে মানবতা, আশা, বিকাশ নিহিত থাকে। ■

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

সমাজসেবা এবং দেশ গঠনে যুবকদের যুক্ত করা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯ মে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাদোদরার কারেলিবাগে আয়োজিত 'যুব শিবিরে' ভাষণ দিয়েছেন। শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দির, কুন্ডলধাম, এবং শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দির, কারেলিবাগ, ভাদোদরা এই শিবিরের আয়োজন করেছিল। এই শিবিরের লক্ষ্য হল সমাজসেবা এবং দেশ গঠনে আরও বেশি সংখ্যক যুবকদের যুক্ত করা। 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত', 'আত্মনির্ভর ভারত', 'স্বচ্ছ ভারত' ইত্যাদির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একটি নতুন ভারত গড়তে যুবকদের সামিল করা।

"আমাদের কাছে সংস্কার মানে শিক্ষা, সেবা এবং সংবেদনশীলতা! আমাদের জন্য, সংস্কার মানে উৎসর্গ, সংকল্প এবং শক্তি! আসুন আমরা নিজেদের উন্নত করি, কিন্তু আমাদের উন্নতিও যেন অন্যের কল্যাণের মাধ্যম হয়! আমরা যেন সফলতার শিখরে ছুঁতে পারি, কিন্তু আমাদের সাফল্যও যেন সবার সেবার মাধ্যম হয়।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এই দিনটি গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায়

৪৭ বছর আগে এই দিনের ঘটনা সারা দেশের মানুষকে গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়েছিল। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এই ঘটনার স্মৃতি কাউকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং সকলের সামনে ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তির কথা প্রকাশ করা। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাত থেকে ২৬ জুন সকালের মধ্যে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। এটি ভারতের ইতিহাসে এমন একটি অধ্যায় যা আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি দায়িত্ব এবং সংকল্পকে শক্তিশালী করতে শেখায় যাতে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চিরকাল বেঁচে থাকে।

ভারত একুশ শতকের ভয়ংকরতম মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সেবায় প্রশংসনীয় কাজ করেছে। এই মহামারির সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, প্রাণরক্ষা পাওয়ার জন্য বর্তমান কালের যুব সম্প্রদায় আজীবন লকডাউন মনে রাখবে। তবে এই প্রজন্মের ব্যক্তিরা কি বুঝতে পারবে যে ভারতেই বিশ্বের দীর্ঘতম লকডাউন হয়েছিল? কিন্তু জীবনরক্ষার কারণে বা যুদ্ধের কারণে এই জরুরি অবস্থা জারি হয়নি। সেই সময় সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারও খর্ব করা হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর, ভারত আধুনিক গণতন্ত্রের আকারে একটি পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যাইহোক, সেই সময়ে আমাদের দেশ গণতন্ত্রের ভবিষ্যত এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিয়ে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রার শুরুতে জাতীয়তার সঙ্গে যুক্ত অনেক সংগঠন এই ধরনের বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়েছিল, যার পরে ১৯৫১-৫২ সালে সংসদে প্রথম সাংবিধানিক সংশোধনী চালু হয়েছিল। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করার অধিকার সীমিত করার বিষয়টি নিয়ে সংসদে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন স্বাধীন মতপ্রকাশের সমর্থনে সরব হয়েছিলেন। এরপর ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করা হয়।

গণতন্ত্রে সচেতনতা অত্যাবশ্যক

গণতন্ত্র একাধারে সংস্কৃতি এবং একাধারে আবার

জরুরি অবস্থার সেই বেদনাদায়ক দিনগুলি কখনই ভুলতে পারব না। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৭ সালের মধ্যে, পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল। আসুন আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করি এবং আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মূল্যবোধগুলিকে বজায় রাখার সংকল্প করি। জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য যারা লড়াই করেছেন আমরা তাঁদের স্মরণ করি।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ব্যবস্থাও। এই পরিস্থিতিতে, সাধারণ মানুষের অবিরাম সচেতনতা প্রয়োজন। এই কারণেই গণতন্ত্রের সমস্যাগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো ভারতীয় কখনোই ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাতের কথা ভুলতে পারবে না। দেশকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল, বিরোধী কণ্ঠকে রোধ করা হয়েছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণসহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট জাতীয় নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। এমনকি বিচার ব্যবস্থাও জরুরি অবস্থা এড়াতে পারেনি। গণমাধ্যমের উপরেও সীমাবদ্ধতা ছিল। অনেক পুলিশ অফিসারকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে সম্পাদক পদে আসীন করা হয়েছিল।

যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এর গণতন্ত্র এবং দেশের জনগণের শক্তি। যখনই সমালোচনা হয়েছে, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে দেশের অভিজাত গোষ্ঠীরা তাঁদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে। যখন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তখন তা শুধু বিরোধী দল, রাজনৈতিক বৃত্ত বা রাজনীতিবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ জনগণের অন্তরে ছিল আতঙ্ক এবং ক্ষোভ। মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পেতে উদগ্রীব ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কেউ সব সময় খাবার পায়, তাহলে সে আলাদা করে খিদে অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যখনই সে খাবার পাবে না, তখনই সে খিদে অনুভব করতে পারবে। একইভাবে, গণতন্ত্রের অধিকারগুলি যখন আমাদের জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, আমরা তখন সেই অধিকারগুলির গুরুত্ব আরও ভালভাবে বুঝতে পারি।

জরুরি অবস্থার সময়, প্রতিটি নাগরিকের মনে হতে থাকে যেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যে কোনো সমাজব্যবস্থা চালাতে হলে সংবিধানেরও প্রয়োজন হয়। আইন, এবং নিয়মেরও প্রয়োজন আছে। নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্বের বিষয়টিও আছে। কিন্তু ভারতের মাহাত্ম্য হল যে কোনও নাগরিক গর্ব করে বলতে পারেন, "গণতন্ত্র আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য এবং সেই ঐতিহ্য নিয়েই আমরা বড় হয়েছি।" এই কারণেই জরুরি অবস্থার সময় দেশবাসী গণতন্ত্রের গুরুত্ব খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল। ফলে জনগণ ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল, গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে নয়। জনগণ তাঁদের অধিকার বা প্রয়োজন নির্বিশেষে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের জন্য ভোট দিয়েছিল। ধনী থেকে

এখন সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা সম্ভব নয়

জরুরি অবস্থার সময়, সংবিধানের অনেক বিধান পরিবর্তন করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে মোরারজি দেশাইয়ের শাসনকালের সময় সংশোধন করা হয়েছিল। ৪৪ তম সংশোধনী সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীকে সংশোধন করেছে, যা জরুরি অবস্থার সময় প্রবর্তিত হয়েছিল এবং আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লঙ্ঘনকারী অন্যান্য বিধানগুলির মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করেছে। একই সংশোধনীতে আরও বলা হয়েছে যে সংবিধানের ২০ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, মৌলিক অধিকারগুলি জরুরি অবস্থার সময়েও লঙ্ঘন করা যাবে না। দেশে প্রথমবারের মতো, একটি ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল যার অধীনে রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র মন্ত্রিসভার লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন এবং জরুরি অবস্থার মেয়াদ একবারে ছয় মাসের বেশি বাড়ানো যাবে না। এইভাবে, মোরারজি সরকার নিশ্চিত করেছিল যে দেশে ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে না।

গরীব সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিয়েছিল।

স্বাধীনতার নতুন শক্তি

যারা জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা এর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারেন। সাধারণ মানুষ এখন সংবাদপত্রের নিবন্ধে, টুইট করতে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার আপনার আছে। এই শক্তি কোথা থেকে আসে? প্রকৃতপক্ষে, যারা এখন দেশের সরকার পরিচালনা করছেন তাঁরা এক জরুরি অবস্থার শিকার হয়েছিল। আমাদের সংবিধান পরবর্তীকালে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে দেশে কোনো জরুরি অবস্থা জারি করা না হয়। জরুরি অবস্থার বিধিনিষেধের মাঝে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শক্তি জুগিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ৪৭ বছরের পুরনো ঘটনা এবং জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করার সময় ভারতীয় গণতন্ত্রের রক্ষকদের স্মরণ করা প্রয়োজন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম ইতিহাস থেকে শিক্ষা পায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার গত আট বছরে দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্রের চেতনা প্রদর্শন করেছে। দেশের প্রতিটি নীতি, পরিকল্পনায় 'সর্বাগ্রে ভারত' এই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে দেশে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়েছে, অন্যদিকে দরিদ্র ও সাধারণ নাগরিকদের দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বহু প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

আজ, সমস্ত গণতান্ত্রিক বিভাগ সহযোগিতা, সমন্বয় এবং ভারসাম্যের জন্য একে অপরের উপর নির্ভর করে। যেখানেই বিচার বিভাগের প্রয়োজন দেখা যায়, তারা সময়ে সময়ে সরকারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে নির্দেশনা দেয়। তা ছাড়া, গণ মাধ্যমগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। বাবাসাহেব আম্বেদকর গণপরিষদে তাঁর চূড়ান্ত ভাষণে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি সামাজিক গণতন্ত্রের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গণতন্ত্র বাবা সাহেবের চিন্তাধারা অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। ভারতের গণতন্ত্রের শিকড় এতই গভীর যে ভবিষ্যতে কেউ দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দমন করে জরুরি অবস্থা উসকে দেওয়ার সাহস করবে না। ■

গোয়া বিপ্লব দিবস

গোয়ার স্বাধীনতার জন্য প্রথম আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের একটি অংশ তারপরেও বহু বছর ধরে বিদেশি শাসকদের অধীনে ছিল। উপকূলবর্তী গোয়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ১৪ বছর ধরে পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও পর্তুগিজরা ভারত ত্যাগ করতে রাজি ছিল না। সমাজতান্ত্রিক নেতা রাম মনোহর লোহিয়া গোয়াকে স্বাধীন করতে উদ্যোগী হন। তিনি ১৯৪৬ সালের ১৮ জুন গোয়ায় যান এবং পর্তুগিজ শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। কয়েক বছর ধরে গোয়ার হাজার হাজার মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেন। শেষপর্যন্ত গোয়া ১৯৬১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

“গোয়া স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল। দেশের সিংহভাগ মানুষ তাঁদের ন্যায্য অধিকার পেয়েছেন। তারপর গোয়ার মানুষদের লড়াই শুরু হল। তাঁরা ক্ষমতার জন্য লড়াই করতে পারত, ক্ষমতাপূর্ণ পদে আসীন হতে পারত এবং প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারত। যাইহোক, অনেক যোদ্ধা গোয়াকে স্বাধীন করতে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। গোয়ার জনগণও স্বাধীনতা এবং স্বরাজ অর্জনের পথে কখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। তাঁরা ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন।”

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম অবিচল ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল, ১৯৫৪ সালে ফরাসিরাও পন্ডিচেরি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু পর্তুগিজরা কোনভাবেই গোয়া ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৪৬ সালের ১৮ জুন সমাজতান্ত্রিক নেতা ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া গোয়ার স্বাধীনতার জন্য প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন, গোয়া মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা করেন। রাম মনোহর গোয়া বিপ্লবের শিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন। ফলস্বরূপ গোয়ার বাসিন্দারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। পর্তুগিজদের কবল থেকে গোয়াকে মুক্ত করতে "আজাদ গোমন্তক দল" নামে একটি বিপ্লবী দলও গড়ে তোলা হয়।

ভারত সরকার ১৯৬১ সালের ১৮-১৯ ডিসেম্বর সামরিক অভিযান "বিজয়" এর মাধ্যমে গোয়াকে পর্তুগিজদের শাসন থেকে মুক্ত করে। রাম মনোহরের নেতৃত্বে যে আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ১৮ জুন শুরু হয়েছিল তা ১৪ বছর পর সফল হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এই বছর গোয়া মুক্তি সংগ্রাম শুরুর ৭৬তম বার্ষিকী এবং গোয়ার ৬১তম স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে হাজার হাজার ভারতীয় পর্তুগিজদের কবল থেকে গোয়াকে মুক্ত করার জন্য জীবনের বলিদান দিয়েছিলেন। বহু মানুষ বছরের পর বছর পর্তুগিজ কারাগারে নির্যাতনের শিকার হতেন। ভারতের প্রতিটি কোণ থেকে গোয়ার স্বাধীনতার সমর্থনের দাবি এসেছিল। আন্দোলনকে দমন করার জন্য পর্তুগিজরা অনেক আন্দোলনকারী ও বিপ্লবীকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করে। তা সত্ত্বেও, গোয়ায় আন্দোলন থেমে যায়নি, কারাগারগুলি সত্যাগ্রহীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

পর্তুগিজরা বহু সংগ্রামীদের গ্রেফতার করে এবং তাঁদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এর মধ্যে কয়েকজনকে আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলায় বন্দি করা হয়েছিল। অনেক যোদ্ধা গোয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁরা কেউ লড়াই ছেড়ে দেননি। গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, গোয়া মুক্তি বিমোচন সমিতির সত্যাগ্রহে ৩১ জন সত্যাগ্রহী নিহত হন। আজাদ গোমন্তক দলের অনেক নেতা গোয়া আন্দোলনে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রভাকর ত্রিবিক্রম বৈদ্য, বিশ্বনাথ লম্বার্ডে, জগন্নাথ রাও যোশী, নানা কাজরেকর এবং সুধীর ফড়কে-এর মতো অনেক যোদ্ধা গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা এবং নগর হাভেলির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।

মধু লিমায়ে: গোয়াকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন

জন্ম- ১ মে, ১৯২২। মৃত্যু- ৮ জানুয়ারি, ১৯৯৫

ডক্টর রাম মনোহর লোহিয়ার শিষ্য মধু লিমায়ে, গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে দুই বছর পর্তুগালে বন্দি ছিলেন। কারাগারের মধ্যে তিনি একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গোয়ার স্বাধীনতার জন্য কাজ চালিয়ে যান। মধু লিমায়ের যখন ১৪-১৫ বছর বয়স, তখন তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দি হন এবং ১৯৪৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে মুক্তি পান। গোয়ার মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহ শুরু হলে তিনি আবার কারাবন্দি হন। গোয়াকে মুক্ত করতে এবং ভারতের সঙ্গে গোয়াকে একীভূত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২২ সালের ১ মে মধু লিমায়ের জন্ম হয় মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে। তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি জাতীয় এবং গোয়া- উভয় স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মধু লিমায়ে অল্প বয়সেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হাই স্কুলে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি ১৯৩৭ সালে পুনের ফার্গুসন কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। সেখানে তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এর পরে তিনি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে সঙ্গী করে পঞ্চাশের দশকে গোয়া মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন।

ঔপনিবেশিকতার কট্টর বিরোধী মধু লিমায়ে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে একটি বড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং গোয়ায় প্রবেশ করেন। সত্যাগ্রহীরা পর্তুগিজ পুলিশ দ্বারা আক্রান্ত হয়। পর্তুগিজ সামরিক ট্রাইব্যুনাল তাঁকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিন্তু মধু লিমায়ে এর বিরোধিতা করেননি বা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেননি। গোয়ায় বন্দি থাকা অবস্থায় তিনি লিখেছিলেন, "আমি বুঝতে পেরেছি গান্ধীজি আমার জীবনকে কতটা গভীরভাবে বদলে দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তির উপর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি'। এমনকি পর্তুগিজ হেফাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও, মধু লিমায়ে গোয়ার মুক্তির জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করেছিলেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছিলেন এবং ভারত সরকারকে এই বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারত সরকার গোয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে গোয়া পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্ত হয়। গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সময় তিনি ১৯ মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্দি ছিলেন। জেলে বন্দি থাকাকালীন তিনি একটি ডায়েরি লিখেছিলেন। ১৯৯৬ সালে তাঁর স্ত্রী চম্পা লিমায়ে "গোয়া মুক্তি আন্দোলন এবং মধু লিমায়ে" নামে সেই ডায়েরিটি প্রকাশ করেছিলেন।

মোহন রানাডে: ১৪ বছর পর্তুগালের জেলে কাটিয়েছেন

জন্ম: ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩০ মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০১৯

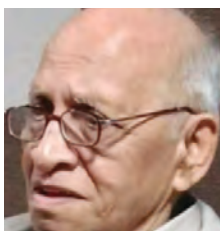

গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের নেতা মোহন রানাডে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের সময় বেটিম, বানস্টারিম এবং অন্যান্য পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে পর্তুগিজের পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেন এবং পর্তুগালের লিসবনের কাছে ক্যাক্সিয়াস দুর্গে তিনি বন্দি হন। এমনকি ১৯৬১ সালে গোয়ার স্বাধীনতার পরেও প্রায় ১৪ বছর কারাগারে থাকার পর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। তার আগে পর্তুগিজরা তাঁকে ছয় বছরের জন্য নির্জন কারাগারে বন্দি রেখেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জাতীয়তাবাদী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গোয়াকে পর্তুগিজদের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মোহন রানাডে আজাদ গোমন্তক দলে যোগদান করেন।

এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা একটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল, যাতে রানাডেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপরে তিনি পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গোপনে আন্দোলনমূলক কাজ শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের সাংলিতে রানাডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রানাডে ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে মারাঠি শিক্ষক হিসেবে গোয়ায় আসেন। তিনি পর্তুগিজ থানায় সশস্ত্র হামলা করেছিলেন। তিনি ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে বেটিমে শেষ আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের জন্য তাঁকে ২৬ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ছয় বছর নির্জন কারাদণ্ড ছিল। তাঁর মুক্তির জন্য বহু মানুষ আন্দোলন করেছিলেন এবং অনেক জাতীয় নেতা দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মুক্তি পাননি।

পোপের সঙ্গে কথা বলার ১৪ বছর পর অবশেষে ১৯৬৯ সালে ২৫ জানুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পর রানাডে পুনেতে চলে যান। তিনি অবশ্য প্রতি বছর গোয়ায় দু'বার যেতেন। এক ১৮ জুন যা ক্রান্তি দিবস হিসাবে পরিচিত, এবং ১৯ ডিসেম্বর যা গোয়ার মুক্তি দিবস হিসাবে পরিচিত। ২০০১ মোহন রানাডেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০০৬ সালে তিনি সাংলি ভূষণ পুরস্কার পান। সামাজিক কাজের জন্য ১৯৮৬ সালে তাঁকে গোয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি গোয়া মুক্তি আন্দোলন নিয়ে বইও প্রকাশ করেছেন। রানাডে ছিলেন একজন নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী যার ত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনি গোয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পুরুষোত্তম কাকোদকর: একজন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কোঙ্কনি নায়ক

জন্ম- ১৮ মে, ১৯১৩ মৃত্যু- ২ মে, ১৯৯৮

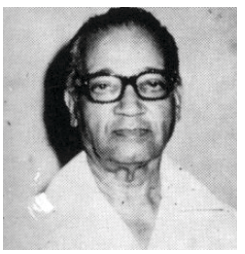

পুরুষোত্তম কাকোদকর গোয়ার মুক্তি আন্দোলন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তিনি বহু কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কাকোদকরকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজকর্মী এবং একজন সত্যিকারের কোঙ্কনি নায়ক। তিনি ওয়ার্ধার গান্ধী সেবাশ্রমেও গিয়ে বেশ কিছু দিন ছিলেন। ফলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হয়। ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া ১৯৪৬ সালে গোয়ায় মুক্তি আন্দোলন শুরু তিনি এতে যোগ দেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৩ সালে, তিনি এবং গোয়ার স্বাধীনতার অন্যান্য সমর্থকরা গোয়া সেবা সংঘ গঠন করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি গোয়ার বাসিন্দাদের সচেতন করেন এবং তাঁদের মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। পুরুষোত্তম কাকোদকর সাধারণ মানুষের কাছে 'ভাউ' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে পুরুষোত্তম কাকোদকর এবং বসন্ত কারে প্রথম ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার সঙ্গে আসসোলনায় জুলিয়াও মেনেজেসের বাড়িতে দেখা করেন। ১৮ জুন এই বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে গোয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করা হয়েছিল। গোয়ার স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর অতিসক্রিয়তার জন্য ১৯৪৬ সালের ৯ আগস্ট পর্তুগিজ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল এবং ১৯৪৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে কোর্ট মার্শাল করা হয়েছিল।, তারপর তাঁকে পর্তুগালে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে তিনি পর্তুগালের কারাগার থেকে মুক্তি পান। শুধু তাই নয়, গোয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখা যায় আরেকটি বিষয় থেকে, তিনি মনে করেছিলেন যে গোয়াকে হয়তো মহারাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত করে দেওয়া হতে পারে, তখন তিনি জনমত সমীক্ষার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এবং এর পক্ষে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন। সেই কারণে কেন্দ্র ১৯৭৬ সালে গোয়ায় একটি জনমত সমীক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল, মহারাষ্ট্রের একীভূতকরণ রোধ করা হয়। পুরুষোত্তম কাকোদকর ১৯৮৪ সালে গোয়া কোঙ্কনি অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ২ মে মুম্বাইয়ে পুরুষোত্তম কাকোদকরের জীবনাবসান হয়।

বালা রায় মাপারি: গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শহীদ

জন্ম: ৮ জানুয়ারি, ১৯২৯ মৃত্যু: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫

গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী বালা রায় মাপারি আজাদ গোমন্তক দলের সদস্য ছিলেন। তিনি পর্তুগিজদের কবল থেকে গোয়াকে স্বাধীন করার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

তাঁকে গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বালা রায় মাপারি গোয়ার বারদেজ তালুকের আসোনোরাতে ১৯২৯ সালের ৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজাদ গোমন্তক দলের এই সক্রিয় সদস্যের লক্ষ্য ছিল গোয়াকে পর্তুগিজদের কবল থেকে মুক্ত করা। বিপ্লবীরা একবার অ্যাসোনোরা থানায় হামলা চালায়, পুলিশকে অপহরণ করে এবং তাঁদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুঠ করে। পর্তুগিজ পুলিশ বালা রায় মাপারিকে থানায় হামলার প্রধান সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করে। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় বালা রায় মাপারির উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। এত শারীরিক অত্যাচার সত্ত্বেও বালা রায় মাপারি অন্য কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে পুলিশকে কোনো গোপন তথ্য দিতে অস্বীকার করেন। জেলে তাঁকে নির্মম নির্যাতন করা হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি শহীদ হন।

গোয়ার মুক্তি সংগ্রামে ৬৮ জনকে জীবন বলিদান দিতে হয়েছিল। বালা রায় মোপারি এই ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন এবং তিনি সেই সময়ে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। আজও, বালা রায় মাপারিকে গোয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে স্মরণ করা। তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গোয়া মুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালা রায় মাপারির কথা স্মরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "স্বাধীনতার পরেও আমাদের কত যোদ্ধা আন্দোলন করেছিলেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, আত্মত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আন্দোলন বন্ধ করেননি। বালা রায় মাপারি এমনই একজন মানুষ ছিলেন।" ■

Narendra Modi @narendramodi

NaMo App पर #8YearsOfSeva से जुड़ा एक दिलचस्प सेक्शन है। इसमें आप Quiz, Word Search, Guess the Image Section जैसे कई इनोवेटिव तरीके से देश की विकास यात्रा से जुड़ सकते हैं। मेरा आप सभी से, विशेषकर अपने युवा साथियों से अनुरोध है कि वे इसे एक बार जरूर देखें।

Rajnath Singh @rajnathsingh

जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाने का जो प्रयास पिछले आठ वर्षों में हुआ है वह आज फलीभूत हो रहा है। आज भारत में व्यवस्थाएँ बदली हैं, सुशासन स्थापित हुआ है। गरीब कल्याण के लिए ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम हुआ है, जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। #8YearsOfSeva

Amit Shah @AmitShah

पीएम @narendramodi जी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की नींव रख रहा है।

इस संकल्प को सिद्ध करना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत दे पाएँ।
#8YearsOfSeva

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

To fulfill the ambitions of #NewIndia, led by PM Shri @narendramodi ji, under the umbrella of #Bharatmala Pariyojana, Phase - 2A, is designed to focus on building infrastructure for uninterrupted traffic flow and lower logistics cost.
#PragatiKaHighway #GatiShakti

Dr. S. Jaishankar @DrSJaishankar

प्रधानमंत्री मोदी जी की जन केंद्रित विदेश नीति के 8 वर्ष पूरे।

हमारे विकास, सुरक्षा और सभ्यता के लिए कूटनीति। ऐसी कूटनीति जो अपनी जनता की सेवा करती है।

पासपोर्ट वितरण में व्यापक परिवर्तन: तेज, भ्रष्टाचार मुक्त और आपके घर के करीब।
#8YearsOfSeva

Dr Mansukh Mandaviya @mansukhmandviya

सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया ऐसे बच्चों के लिए, PM @NarendraModi जी ने अभिभावक के रूप में उनका हाथ थामा है।
#PMCaresForChildren योजना के माध्यम से उन बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी।

PM releases benefits for kids who lost parents to Covid-19

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

Narendra Modi ANI

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Monday released the benefits meant for children who lost their parents to Covid-19 under the PM Cares for Children scheme.

The announcement comes on the day the Modi-led National Democratic Alliance government marked its eight years in power.

The PM CARES for Children scheme was launched on May 29 last year to support children who lost both their parents, legal guardians, adoptive parents or surviving parents to the Covid-19 pandemic between March 11, 2020, and February 28, 2022.

"I am talking to you not as your Prime Minister, but as a member of your family... I know how difficult the situation is for people who have lost their family members during the Covid-19 pandemic. PM CARES for Children is a small effort to reduce the difficulties of such corona-affected children. It is also a reflection of the fact that every countryman is with you with the utmost sensitivity," Modi told the children affected by the pandemic through videoconferencing on Monday.

"If someone needs an education loan for professional courses, or for higher education, then #PMCARES will help in that too. ₹ 4,000 have also been arranged for them every month through other schemes for other daily needs... The youth from 18-23 years of age will get a stipend every month and when they are 23 years old, they will get the amount of ₹10 lakhs," he added.

A passbook of PM CARES for Children, and a health card under Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana were given to the children during the programme.

During the event, Modi also highlighted how India relied on its strength during the toughest times of the pandemic.

"We trusted our scientists, our doctors, and our youth. And, we came out as a ray of hope, not a worry for the world. We did not become the problem, but we came out as the solution giver," the Prime Minister said. "We sent medicines, and vaccines to countries around the world. Even in such a big country, we took the vaccine to every citizen."

Union minister of women and child development Smriti Zubin Irani, other cabinet ministers and chief ministers of many states were present to mark the occasion.

The objective of the PM CARES for Children scheme is to ensure comprehensive care and protection of children in a sustained manner by providing them boarding and lodging, empowering them through education and scholarships, and equipping them for self-sufficient existence with the financial support of Rs 10 lakh on attaining 23 years of age and ensuring their well-being through health insurance.

The portal "http://pmcaresforchildren.in/" is a single-window system that facilitates the approval process and all other assistance for children under the scheme.

8 years have been about fulfilling aspirations: PM

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Monday said that coming out of the negative impact of the Covid-19 pandemic, India has become one of the fastest growing economies in the world.

The PM said that when his government is completing its eight years, the confidence of the country, the confidence of the countrymen in themselves is unprecedented. "The country is getting out of the vicious cycle of corruption, scams worth thousands of crores, nepotism, terrorist organisations spreading across the country, and regional discrimination, in which it was trapped before 2014," Modi said.

The National Democratic Alliance led by Modi took oath of office on May 26, 2014. The PM was speaking after he released benefits under the PM CARES for children scheme via video conferencing. "This is also an example for you children that even the most difficult days too pass," he added.

Referring to the welfare policies like Swachh Bharat Mission, Jan Dhan Yojana or Har Ghar Jal Abhiyan, the PM said that the government is moving with the spirit of "Sabka Saath Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas".

"The last 8 years have been devoted to the welfare and service of the poor. As a member of the family, we have tried to reduce difficulties and improve the ease of living for the poor of

continued on →13

'Govt to work on 25-yr economic development plan'

Rajeev Jayaswal

NEW DELHI: Finance secretary TV Somanathan on Monday said the government will be working on a long-term 25-year economic development blueprint, an exercise that will involve all arms of the Union government in their respective areas to mark the "Azadi ka Amrit Mahotsav".

The government, led by the Prime Minister, is focussing on certain goals, such as inclusive development and climate action, as thrust areas over the next 25 years in the lead up to India completing 100 years of Independence. It comes at a time when the country's economy is facing major headwinds, including high inflation.

The Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) plan rests on five pillars – "freedom struggle, ideas at 75, achievements at 75, actions at 75, and resolve at 75" – and both finance and corporate affairs ministries (headed by cabinet minister Nirmala Sitharaman) have important roles to play for the vision envisaged by Prime Minister Narendra Modi, Somanathan said.

Presenting the Union Budget on February 1 this year, the Sitharaman said: "... we are marking Azadi ka Amrit Mahotsav, and have entered into Amrit Kaal, the 25-year-long leadup to India@100. Hon'ble Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India@100".

The finance minister said the core areas of focus would be all-inclusive development, promotion of digital economy and fintech, energy transition, climate action, and relying on a "virtuous cycle" kicking off from private investment with public capital investment helping in the endeavour.

Somanathan told at a press conference on Monday that the Prime Minister will inaugurate a week-long event related to AKAM on June 6 at Vigyan Bhavan in New Delhi, which will be followed live simultaneously in 75 cities, keeping with the spirit of 75 years of India's Independence.

The two ministries will not only showcase their "history and legacy", but also present their preparedness in tackling "challenges of the 'Amrit Kaal'", he added. He said the week-long event will have several seminars to brainstorm solutions for current and future challenges.

One of the major challenges before the government is to check rising food and fuel prices which have tracked global trends. India's retail inflation surged to an eight-year high at 7.8% in April 2022 due to rising international oil rates and primary commodity prices.

The wholesale price index (WPI) also jumped to a historic high of 15.1% in the same month, triggered by inflationary pressures due to the Ukraine war and the breakdown of the global supply chain.

Speaking on the occasion, economic affairs secretary Ajay Seth said: "Obviously we have challenges, some short-term and some long-term", and added that the Indian economy is resilient and the ministry is certain to "overcome" the challenges.

He said there are some strong "global headwinds" faced by the economy, but they impact all countries. "Without going into too many specifics, now I'll again reiterate... that today we have our strengths to bear with those headwinds."

In spite of the external factors "India is poised to grow the fastest among all large countries in the world," he said.

DK Srivastava, chief policy advisory, EY India said: "India's growth prospects in FY23 appear to be brighter than most of its peer countries... Even though India currently appears to be a bright spot in the global economy, it may not remain unaffected by the subdued global growth prospects... India's exports to the US and the European economies may be adversely affected if these economies go into a recession."

Top bureaucrats of the finance ministry said India's inflation would moderate in coming months and the government will continue with its reform process as various arms of the government are working on how to tackle local and global challenges such as climate change, impact of the pandemic on the poor and empowerment of the marginalised section of the society while resolving issues leading to income disparities.

Speaking on the sidelines Seth said the government will soon finalise a consultation paper on cryptocurrencies with inputs from various stakeholders and institutions, including the World Bank and the International Monetary Fund (IMF).

He said India has also proposed some global regulations for the sector.

MANN KI BAAT

PM: India now has 100 unicorns worth over Rs 25 lakh crore

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 29

PM Narendra Modi spoke about India's start-up ecosystem

HIGHLIGHTING THAT even in the current phase of the global pandemic, Indian start-ups have been creating wealth and value, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said that India has reached a landmark figure of 100 unicorns with a valuation of more than $300 billion.

Addressing the nation during the Mann Ki Baat the PM emphasised that India's start-up ecosystem is not limited to just big cities, but entrepreneurs are emerging from smaller cities and towns as well.

"On the 5th of this month, the number of unicorns in the country has reached the figure of 100 and you surely know that a unicorn is a start-up worth at least seven and a half thousand crore rupees. The total valuation of these Unicorns is more than 330 billion dollars, that is, more than 25 lakh crore rupees. Certainly, this is a matter of pride for every Indian," Modi said.

The PM said that a record 44 unicorns were established last year amidst the pandemic. "You will also be surprised to know that out of our total unicorns, 44 came up last year. Not only that, 14 more unicorns were formed anew in 3-4 months this year. This means that even in this phase of the global pandemic, our start-ups have been creating wealth and value," he said.

Modi highlighted that the average annual growth rate of Indian unicorns is more than those of the USA, UK, and many other countries. "Analysts also say that in the coming years there will be a sharp spike in these numbers. The good thing is that our unicorns are diversifying. They are operating in many fields like e-commerce, fin-tech, ed-tech, bio-tech," Modi said.

"Another thing which I consider more important is that the world of start-ups is reflecting the spirit of New India. Today, India's start-up ecosystem is not limited to just big cities; entrepreneurs are emerging from smaller cities and towns as well. This shows that in India, the one who has an innovative idea, can create wealth," Modi said.

Modi further pointed out that in the world of start-ups, right mentoring is important. "...Another thing that is important in the world of start-ups is, right mentoring... right guidance. A good mentor can take a start-up to new heights... can guide the founders in every way toward the right decision. I am proud that there are many such mentors in India who have dedicated themselves to promote start-ups," the PM said.

Modi releases PM CARES benefits for 'COVID orphans'

A total of 4,439 children identified; no poor person will be left out, says PM

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi attends the release of benefits under the PM Cares for Children scheme through a video conference in New Delhi. •PTI

"*Maa Bharati* is with all of you," Prime Minister Narendra Modi told children orphaned by COVID-19 who received their benefits under the PM CARES scheme on Monday.

"Today, the poorest of the poor is confident that they will receive benefits from government schemes. No poor person should be left out of government schemes, that is our utmost priority," Mr. Modi told the beneficiaries across various districts who joined the programme through teleconference.

A total of 4,439 children have been approved for the scheme. Children who lost both their parents or a primary caregiver between March 11, 2020 and February 28, 2022 are eligible for the scheme. The PM also wrote an emotional personal letter to the beneficiaries. "A century ago, when the entire world was in the grip of a terrible pandemic like today, my mother lost her mother, i.e. my maternal grandmother. My mother was so young that today she doesn't remember her mother's face. She spent an entire life in the absence of her mother, without her affection. Therefore, today, I can very well understand the anguish in your mind, the conflict in your heart," he wrote.

The scheme offers a lump-sum amount of ₹10 lakh when children turn 23 years old as well as a monthly stipend from the age of 18 to 23.

School-going children will receive free education, textbooks and uniforms in the nearest government schools.

Those in private schools may avail themselves of fee reimbursement. Students can also take loans for professional courses and higher education.

'Auction of gifts to PM Modi nets ₹22.5 crore'

The entire sale proceeds were donated to project Namami Gange, says RTI reply

DAMINI NATH
NEW DELHI

A total of 4,682 mementoes were successfully auctioned. •R.V. MOORTHY

Three auctions of gifts given to Prime Minister Narendra Modi raised ₹22.5 crore in total for the Namami Gange Programme, according to a Right to Information (RTI) reply by the National Gallery of Modern Art (NGMA), which conducted the auctions in 2019 and 2021.

A total of 5,925 mementoes gifted to Mr. Modi were put up for auction in three phases – January-February 2019, September-October 2019, and September-October 2021. These comprised gifts given to Mr. Modi by Indians and not those received from foreign dignitaries.

The RTI reply on May 20 stated that 4,682 of the mementos were successfully auctioned, while 1,243, or 20.97% of the total, did not get auctioned off. The proportion of items that did not get successfully auctioned was 13% (240 out of 1,805 objects) in the first auction, 22% (612 out of 2,772) in the second, and 29% (391 out of 1,348) in the third, according to the NGMA's reply.

However, the amount raised in the three auctions shot up from ₹3.1 crore and ₹3.6 crore in the first and second rounds, respectively, to ₹15.8 crore in the third round. The third auction, which was conducted online, included the equipment of Tokyo Olympics' medal-winners that had been gifted to Mr. Modi, like the gloves used by boxer Lovlina Borgohain and the javelin used by Neeraj Chopra. The Olympians' autographed equipment had the highest reserve prices of all objects auctioned so far.

"The entire sale proceeds received from the three auctions were donated to the project Namami Gange," the RTI reply stated.

The Hindu had filed the RTI query on November 30, 2021 and then filed an appeal on February 14 this year when the information was not provided in the stipulated 30 days.

RNI No. : DELBEN/2020/78825
June: 16-30, 2022

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date June 6, 2022, Pages - 60)

ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

যিনি সর্বদা বলতেন

দেশের জন্য বাঁচতে শিখুন।

২১ জুন তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে সমগ্র দেশ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়

ডঃ হেডগেওয়ার বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাদের উৎখাত করার জন্য জনগণের অনুভূতি, সমর্থন এবং আবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" ডঃ হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ২১ জুলাই আইন অমান্য আন্দোলনের অংশ হিসাবে মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতমাল জেলার পুসাদে হাজার হাজার মানুষ 'জঙ্গল সত্যাগ্রহ' করেছিল। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক এখন একই জায়গায় একটি সংগ্রহালয় নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন অমৃত মহোৎসব কমিটি ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এই সংগ্রহালয়টি সত্যাগ্রহে হেডগেওয়ারের মুখ্য ভূমিকা তুলে ধরবে।

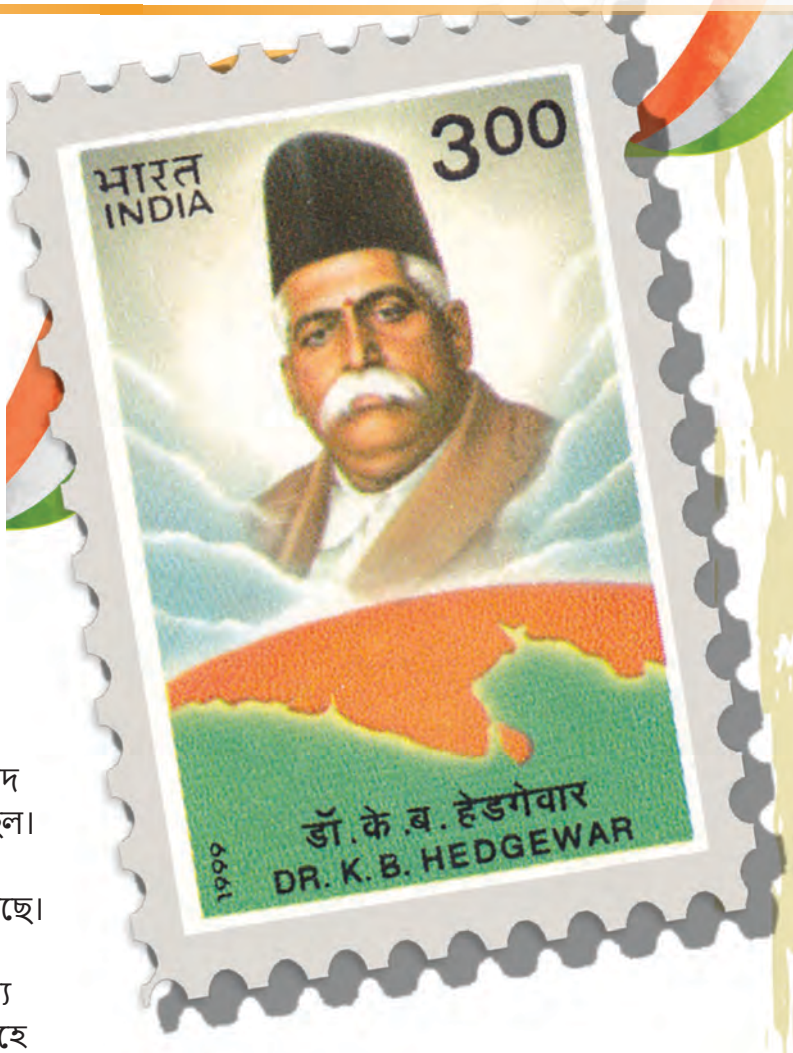

- দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ডাক্তারজি নানাভাবে প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই মিশনটি সম্পন্ন করার জন্য তিনি তিলকজি, সুভাষচন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন।
- বন্দে মাতরম গাওয়ার জন্য খুব ছোটবেলাতেই স্কুল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। হিন্দু মহাসভার বি এস মুঞ্জের উদ্যোগে ম্যাট্রিকের পরই কলকাতায় পাড়ি দেন। ১৯১০ সালে ভর্তি হন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে। ডাক্তারি পাশ করে হেডগেওয়ার ফিরে আসেন জন্মস্থান নাগপুরে।
- জাতির উন্নতিই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সমাজকে উপলব্ধি করার প্রক্রিয়ায় সমাজের প্রতিটি মানুষ মনে মনে ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দের মতো শুধু 'ভারত মাতা'ই ছিলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা 'জ্যোতিপুঞ্জ' বইয়ের কিছু অংশ।

Bengali

Editor
Jaideep Bhatnagar, Principal Director General, Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Satyendra Prakash, Principal Director General, BOC on behalf of Bureau of Outreach and Communication

Published from
Room No–278, Bureau of Outreach and Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Aravali Printers & Publishers Pvt. Ltd., Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020